পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

২ ডিসেম্বর ২০১৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

২ ডিসেম্বর ২০১৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ॥ ২ ডিসেম্বর ২০১৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর ২০১৭ জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা

Parbatya Chattagram Chukti Bastabayan Prasange \ 2 December 2017
published by Information and Publicity Department of Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) on 2 December 2017 from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.
Telefax: +880-351-61248, E-mail: pcjss.org@gmail.com,
Web: www.pcjss-cht.org

Price : Tk. 50.00 only

সূচিপত্র

বিষয়

সম্পাদকীয়/১ পৃষ্ঠা

প্রথম অংশ:

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যেসব বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি তার বিবরণ/৩পৃষ্ঠা

ক ঃ সাধারণ/৩-৪ পৃষ্ঠা

ক.১ ঃ উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ

ক.২ ঃ বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন

ক.৩ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি

ক.৪ ঃ চুক্তির কার্যকারিতার মেয়াদ

খ ঃ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ/ ৪-১১ পৃষ্ঠা

খ.৪ (ঘ) ঃ অ-উপজাতীয় সার্টিফিকেট প্রদান

মূল আইনের ৯ ধারা ঃ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা

খ.৯ ঃ ভোটার হওয়ার যোগ্যতা ও ভোটার তালিকা

মূল আইনের ২২ ধারায় বর্ণিত পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী

খ.১৪ ঃ পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

খ.১৯ ঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা

মূল আইনের ৪৪ ধারা ঃ কর এবং সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

খ.২৪ ও ২৫ ঃ জেলা পুলিশ

খ.২৬ ঃ ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান

খ.২৭ ভূমি উন্নয়ন কর আদায়

খ.২৯ ঃ বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

মূল আইনের ৭৮ ধারা ঃ অসুবিধা দূরীকরণ

খ.৩২ ঃ কোন আইনের বিধান সম্পর্কে আপত্তি

খ.৩৪ পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ ও উহাদের হস্তান্তর

গ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ/১২-১৬ পৃষ্ঠা

গ.১ ঃ আঞ্চলিক পরিষদ গঠন

আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ধারা ১১ ঃ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা

গ.৯(ক) ঃ পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন

গ.৯(খ) ঃ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়

গ.৯(গ) ঃ পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন

গ.৯(ঘ) ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিও কার্যক্রম সমন্বয় সাধন

গ.৯(ঙ) ঃ উপজাতীয় আইন এবং সামাজিক বিচার সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান

গ.৯(চ) ঃ জাতীয় শিল্প নীতির সহিত সংগতি রাখিয়া পার্বত্য জেলাসমূহে ভারী শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান

গ.১০ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপর সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান

গ.১১ ঃ অসুবিধা দূরীকরণ

গ.১৩ ঃ আইন প্রণয়নে আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকার

ঘ ঃ পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী/১৬-২২ পৃষ্ঠা
ঘ.১ ঃ ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন
ঘ.৩ ঃ ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান সংক্রান্ত
ঘ.৪, ৫ ও ৬ ঃ ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি
ঘ.৮ ঃ রাবার চাষ ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত জমির ইজারা বাতিলকরণ
ঘ.৯ ঃ উন্নয়ন লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ ও পর্যটন সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান
ঘ.১০ ঃ কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান
ঘ.১১ ঃ উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা
ঘ.১৬ ঃ সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার
ঘ.১৭ ঃ সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার ও পরিত্যক্ত জায়গা-জমি হস্তান্তর
ঘ.১৯ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট-১: সংশোধনীয় আইনের তালিকা/২৩ পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-২: ২১-১২-২০০০ স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট প্রদান বিষয়ে প্রদত্ত পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের পত্র/২৫ পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-৩: ২৬-১২-২০১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী/২৬ পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-৪: ১৪-০৮-২০১৪ তারিখে ৪টি বিষয় হস্তান্তরের নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে/৩১ পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-৫: হস্তান্তরিত কার্যাবলী বা বিষয়ের তালিকা/৩২ পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-৬: অহস্তান্তরিত কার্যাবলী বা বিষয়ের তালিকা/৩৩ পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-৭: ১৯-১১-২০১২ আঞ্চলিক পরিষদ হতে প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত পত্র/৩৫ পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-৮: জেলা পুলিশ হস্তান্তরের নির্বাহী আদেশ/৩৭ পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-০৯: ১০-০৪-২০০১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে আঞ্চলিক পরিষদ আইন অনুসরণ সম্পর্কিত পরিপত্র/৩৮ পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১০: আঞ্চলিক পরিষদ আইন অনুসরণের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পত্র/৪০ পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১১: ৭-০৫-২০১৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত 'বিধান জারিকরণ সংক্রান্ত' পত্র/৪১ পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১২: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাকরিতে নিয়োগ সম্পর্কে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ/৪২ পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১৩: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র/৪৩ পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-১৪: ২৭-০৬-২০১৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকরিতে নিয়োগ সম্পর্কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন/৪৪পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অংশ:
একনজরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহের বাস্তবায়নের অবস্থা/৪৫ পৃষ্ঠা

তৃতীয় অংশ:
বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি/৪৭ পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশক পূর্ণ হতে চলেছে। একটা রাজনৈতিক চুক্তির জন্য ২০টি বছর একটি দীর্ঘ সময় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, এই দীর্ঘ সময়েও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বিষয়ই অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে। ফলে বাস্তবায়নে চরম অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে এবং সরকারের প্রতি জুম্ম জনগণের ক্ষোভ ও সন্দেহ উদ্বেগজনকভাবে গভীরতর হয়েছে। আরো উদ্বেগের বিষয় যে, শেখ হাসিনা সরকার কেবল চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ অবাস্তবায়িত অবস্থায় ফেলে রেখে দেয়নি, পক্ষান্তরে একের পর এক চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী জঘন্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে। চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে-

- পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান এখনো অর্জিত হয়নি।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম (উপজাতীয়) অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ সুনিশ্চিত হয়নি।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ইত্যাদিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সংশোধন করা হয়নি।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়নি।
- তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, মাধ্যমিক শিক্ষাসহ সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়গুলো এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন করা হয়নি।
- সেটেলার বাঙালি, অস্থানীয় ব্যক্তি ও কোম্পানী, সেনাবাহিনীসহ সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভূমি বেদখল বন্ধ হয়নি এবং ভূমি বেদখলের ফলে উদ্ভূত পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি বিরোধ এখনো ভূমি কমিশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি।
- 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন কার্যকর করা হয়নি।
- ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক যথাযথ পুনর্বাসন প্রদান করা হয়নি।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে পাহাড়িদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ সুনিশ্চিত হয়নি।
- সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন প্রদান করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের কোন উদ্যোগ নেই বললেই চলে। বরঞ্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে সরকারকে সক্রিয় থাকতে দেখা যায় চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে গোয়েবলসীয় কায়দায় নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচার ও মিথ্যাচারে। সেই সাথে চুক্তি বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জুম্মদের সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব ধ্বংস, জুম্মদের ভূমি জবরদখল, তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উৎখাত, বহিরাগত অনুপ্রবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বনজ সম্পদ ধ্বংস করে চলেছে।

২০০১ সালে জারিকৃত সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং চুক্তি বাস্তবায়নে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। উক্ত সেনাশাসনের বদৌলতে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে যত্রতত্র সেনা অভিযান, তল্লাসী, ধরপাকড়, মারপিট, বাক-স্বাধীনতা ও সভা-সমাবেশের উপর হস্তক্ষেপ ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে গোয়েন্দা বাহিনী ও সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ আন্দোলনরত অধিকার কর্মীদেরকে চাঁদাবাজি, অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি সাজানো অভিযোগে অভিযুক্ত করে মিথ্যা মামলা দায়ের, ধরপাকড়, জেলে প্রেরণ, ক্যাম্পে আটক ও নির্যাতন, ঘরবাড়ি তল্লাসী ইত্যাদি নিপীড়ন-নির্যাতন জোরদার করেছে। সম্প্রতি বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা ব্যতীত জামিনে থাকা জুম্ম গ্রামবাসীদেরকে গোয়েন্দা ও সেনাবাহিনীর সদস্য কর্তৃক অবৈধভাবে আটক করে শারীরিক নির্যাতন ও মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেলে প্রেরণের ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে। গত ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ১৫০ জনের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের, নিরীহ গ্রামবাসী ও জনসংহতি সমিতির সদস্য-সমর্থক ৫০ জনকে গ্রেফতার, শতাধিক ব্যক্তিকে সাময়িক আটক ও ক্যাম্পে নিয়ে মারধর এবং বান্দরবানে জনসংহতি সমিতির প্রায় দেড় শতাধিক সদস্যকে এলাকাছাড়া করা হয়েছে। চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় সেনাবাহিনীর অনেক কম্যান্ডার রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তব্য প্রদান ও পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করে থাকেন। সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদনকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে জড়িত না হতে জুম্মদের হুমকি দিয়ে থাকেন। সর্বোপরি সেটেলার বাঙালিদের দিয়ে লুটপাট ও সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত করা হচ্ছে। ফলে সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে এক সন্ত্রাসী রাজত্ব ও অরাজকতা বিরাজ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। জুম্ম জনগণ নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত এক চরম বাস্তবতার মুখোমুখী হয়ে কঠিন জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। জুম্ম জনগণ এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। দীর্ঘ আড়াই দশক ধরে রক্ত-পিচ্ছিল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্যবাসীর অধিকার সনদ এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অর্জিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি ও কালক্ষেপণের মধ্য দিয়ে দেশের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে আবারও জটিলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার যে কোন ষড়যন্ত্র এবং জুম্ম জনগণের এই চুক্তি বাস্তবায়নের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের যে কোন চক্রান্ত দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনোই শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় জুম্ম জনগণের পিঠ আজ দেয়ালে ঠেকে গেছে। তাদের আর পেছনে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। এভাবেই সরকার জুম্ম জনগণকে আজ কঠোর-কঠিন আন্দোলনে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করছে।

প্রথম অংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যেসব বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি তার বিবরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিধানাবলী

২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে ৪ টি খন্ড রয়েছে। প্রথম খন্ড 'ক' সাধারণ-এ ৪ টি ধারা রয়েছে। দ্বিতীয় খন্ড 'খ' অনুযায়ী পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৭৯ টি ধারার মধ্যে ৩৫টি ধারা সংশোধন করা হয় ও ৪৪ টি ধারা বহাল রাখা হয়। তৃতীয় খন্ড 'গ' পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ-এ ১৪টি ধারা রয়েছে এবং অন্যান্য ধারা ও উপ-ধারা পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের অনুসরণে সন্নিবেশিত হবে মর্মে বিবৃত হয়। চতুর্থ খন্ড 'ঘ' সাধারণ ক্ষমা, পুনর্বাসন ও অন্যান্য বিধানাবলীতে ১৯ টি ধারা সন্নিবেশিত হয়। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বলতে চুক্তির প্রথম খন্ডে অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী, দ্বিতীয় খন্ড অনুযায়ী বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অভিযোজনসহ পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ এর বিধানাবলী, তৃতীয় খন্ড অনুযায়ী প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর বিধানাবলী এবং চতুর্থ খন্ডে অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী বাস্তবায়নকে বুঝায়।

ক ঃ সাধারণ

ক.১ ঃ উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ

"উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।"

চুক্তির এ বিধান সুনিশ্চিতকরণে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, পাহাড়ি অধিবাসীদের ভূমি অধিকার সংরক্ষণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ শাসনকাঠামো স্থাপন, প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞা নির্ধারণ, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি বিধানাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দাবির প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদল্লাহ জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলকে বারংবার জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছেন উনিশ্‌শো আশি দশকে পুনর্বাসিত সেটেলারদেরকে সমতল অঞ্চলে পুনর্বাসন দেয়া হবে। তবে বিশেষ কারণে তা চুক্তিতে উল্লেখ করা যাবে না। সেই সূত্রে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর জনসংহতি সমিতির সভাপতির নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের নিকট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত ও আশ্বাস প্রদান করেন।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ২৩ক উপ-অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের উপজাতি, জাতিসত্তা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশ ও সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে বলে সরকার কর্তৃক যে বক্তব্য পেশ করা হয় তা যথাযথ নয়।

উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণকল্পে (১) সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বিভিন্ন ভাষা-ভাষী উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল মর্মে সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, (২) সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের ৪ উপ-অনুচ্ছেদে "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের" শব্দসমূহের অব্যবহিত পরে 'বা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর পাহাড়িদের' শব্দসমূহ সংযোজন করা, এবং (৩) উনিশ্‌শো আশি দশকে পুনর্বাসিত সেটেলারদেরকে সমতল জেলাগুলোতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য ছিল।

কিন্তু অদ্যাবধি সরকার সেসব বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

ক.২ ঃ বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন

"উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;"।

১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হয়েছে। জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ সংশোধনকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৬ পাশ হলেও কমিশনের বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি।

চুক্তির উক্ত বিধান কার্যকর করার জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন (আইন, বিধিমালা, আদেশ, পরিপত্র, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন বা Allocation of Business ইত্যাদি) সংশোধন করা অপরিহার্য **[পরিশিষ্ট-১: সংশোধনীয় আইনের তালিকা]**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক বেশ কতিপয় আইন, বিধি ও পরিপত্র সংশোধন করার জন্য সুপারিশমালা পেশ করা হলেও সরকার কর্তৃক আজ অবধি কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

উল্লেখ্য, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে প্রবিধান প্রণয়নের জন্য যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা খর্ব করার জন্য ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ হতে সরকার কর্তৃক অপপ্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ক.৩ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি

চুক্তির এ বিধান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি এ যাবৎ গঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু কমিটির নিজস্ব কোন কার্যালয় ও জনবল নেই। ফলে ইহা সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, চুক্তির বিধানাবলী ও চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহের ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের বিভিন্ন বিধানাবলী সম্পর্কে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অপব্যাখ্যা তুলে ধরে চলেছে এবং চুক্তির বিধানাবলী ও সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সংশোধন বা পরিমার্জন করার মতামত তুলে ধরার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

বলাবাহুল্য, চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ও চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত ও যথাযথ করণার্থে কমিটির জন্য নিজস্ব কার্যালয়, জনবল ও তহবিল ব্যবস্থা করা আবশ্যক এবং একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক পদে নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।

ক.৪ ঃ চুক্তির কার্যকারিতার মেয়াদ

২০০০ ও ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও ইহার অধীনে প্রণীত তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়ের করা হয়। ১৩ এপ্রিল ২০১০ হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের কতিপয় ধারা সংবিধান বিরোধী মর্মে রায় দেওয়া হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে আপীলকৃত মামলা যথাশীঘ্র নিষ্পত্তির জন্য পার্বত্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও এটর্নী জেনারেলকে নির্দেশনা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।

খ ঃ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

খ.৪ (ঘ) ঃ অ-উপজাতীয় সার্টিফিকেট প্রদান

"কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ ক্ষেত্রমত পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় হিসাবে কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।" চুক্তির উক্ত বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৪ নং ধারার নতুন উপ-ধারা (৫)-এ যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় নি।

পার্বত্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক ও সার্কেল চীফদের নিকট প্রেরিত পত্রে [নং-পাচবিম (প- ১) পাজেপ/সনদপত্র/৬২/৯৯-৫৮৭ এবং তারিখ ঃ ২১/১২/২০০০খৃঃ] বর্ণিত হয় যে, "পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় জেলা প্রশাসকগণের পাশাপাশি তিন সার্কেল চীফগণও চাকরি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র ইস্যু করতে পারবেন।" উক্ত পত্রে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের পরিপন্থী **[পরিশিষ্ট-২ঃ ২১/১২/২০০০ খৃঃ তারিখে স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট প্রদান বিষয়ে প্রদত্ত পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের পত্র]**।

উল্লেখ্য যে, তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন অউপজাতীয় ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র দিয়ে চলেছেন। উক্তরূপ সনদপত্র বিশেষত চাকরি, জমি বন্দোবস্তী বা কোটা ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ও অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দাগণ চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাদি হতে বরাবরই বঞ্চিত হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ও পার্বত্য অঞ্চলের বাইরে অ-স্থানীয় অ-উপজাতীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট হতে উক্ত ধরনের সার্টিফিকেট গ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য ২৬ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর সভাপতিত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভায় বিশদভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা হয় এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদান বাতিল করার করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় **[পরিশিষ্ট- ৩ ঃ ২৬ ডিসেম্বর ২০১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী]**।

কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের থাকলেও তা সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য আজ অবধি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০-তে 'অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট' প্রদান সম্পর্কিত কোন বিধান নেই এবং নভেম্বর ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত `Charter of Duties of Deputy Commissioners' এর ১১ নং নির্দেশের (11. Licence and Certificates) ৫ উপ-নির্দেশে কেবল নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট (v. Granting of domicile certificates) প্রদানের দায়িত্ব ডেপুটি কমিশনারগণকে দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণকে অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করা সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রত্যাহার করা অপরিহার্য।

আইনের ৯ ধারা ঃ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা

"চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"

পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালা অনুসারে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা নির্ধারিত হয়েছে। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে গঠিত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদা দেওয়া হয়। চেয়ারম্যানগণ পুলিশ প্রহরা, নিরাপত্তা রক্ষী ও গাড়ীতে পতাকা উত্তোলন, বেতন-ভাতা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। পরবর্তীকালে অন্তর্বর্তী পরিষদ গঠিত হলে একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা বেশ কিছুকাল অব্যাহত থাকে। চার দলীয় জোট সরকারের আমল থেকে পার্বত্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত সুযোগ-সুবিধা হ্রাস করা হতে থাকে এবং উপমন্ত্রী পদমর্যাদা প্রত্যাহার করা হয়।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান পার্বত্য জেলা পরিষদ অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ হলেও পার্বত্য জেলা পরিষদের সব কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব ইহার উপর অর্পিত রয়েছে। সুতরাং পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে উপ-মন্ত্রী পদ-মর্যাদা প্রদান করা বিধিসঙ্গত ও যৌক্তিক। অনুরূপভাবে পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্যগণের পদমর্যাদা নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

খ.৯ ঃ ভোটার হওয়ার যোগ্যতা ও ভোটার তালিকা

"(১) পরিষদের নির্বাচনের জন্য কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;
(খ) অন্যূন আঠার বৎসর বয়স্ক হন;
(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষিত না হন; এবং
(ঘ) রাংগামাটি / খাগড়াছড়ি / বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।"

চুক্তির এ বিধান আইনের ১৭ ধারায় সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে এ বিধান কার্যকর করা হয় নি। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য চুক্তিতে যে সব বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে তন্মধ্যে ভোটার হওয়ার যোগ্যতার ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দা সংক্রান্ত বিধান অন্যতম। বিশেষ করে উনিশ্‌শো আশি দশকে সরকারি পরিকল্পনাধীনে প্রায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ অউপজাতিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থানান্তর করাতে জনসংখ্যাগত ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই চুক্তিতে এ ধরনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

২০০০ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য পার্বত্য জেলা ভোটার তালিকা বিধিমালা, ২০০০ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা-২০০০ এর খসড়া প্রণয়ন করে। আইনের ৫৩ ধারা অনুসরণে আঞ্চলিক পরিষদ এ সব বিধিমালার উপর সুপারিশ পেশ করে। পার্বত্য মন্ত্রণালয় তা আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে এবং আইন মন্ত্রণালয় বিষয়টি সম্পর্কে যথাযথ আইনগত ব্যাখ্যা দেবার জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এটর্নী জেনারেল মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করে।

বিষয়টি সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিয়ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। তদ্‌প্রেক্ষিতে পার্বত্য মন্ত্রণালয় ২০০১ হতে বর্তমান পর্যন্ত (০২ ডিসেম্বর ২০১৭) আইন মন্ত্রণালয়ে আঠার বার পত্র প্রেরণ করেছে। তবে উক্ত বিধিমালাসমূহ আজ অবধি প্রণীত হয়নি।

আইনের ২২ ধারায় বর্ণিত পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী

পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৮৯-এর ২২ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, "২২। পরিষদের কার্যাবলী।- প্রথম তফসিলে উল্লেখিত কার্যাবলী পরিষদের কার্যাবলী হইবে, এবং পরিষদ উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।"

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ২২ ধারা অনুযায়ী প্রথম তফসিলে উল্লেখিত কার্যাবলী আইনগতভাবে পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী হয়েছে বিধায় আইনের ৬৯ ধারা বলে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ উক্ত কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারে। সুতরাং উল্লেখিত কার্যাবলী হস্তান্তরের জন্য নতুন করে কোন চুক্তি স্বাক্ষর করার আবশ্যকতা নেই।

অপরদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেবল নির্বাহী আদেশ (Executive Order) প্রদান করে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর আওতাধীন সকল কর্ম, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বেতন-ভাতা, অবকাঠামো, ছুটি ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ইত্যাদি) হস্তান্তর করতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ২২ ধারা ও ৬৯ ধারা অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মোট ৭ (সাত) টি কার্যাবলী প্রজ্ঞাপন জারি করে কিংবা নির্বাহী আদেশে পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করেছে [**পরিশিষ্ট ৪ঃ ১৪-০৮-২০১৪ তারিখে ৪টি বিষয় হস্তান্তরের নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে**]।

অপর ১২ (বার) টি কার্যাবলী পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ২২ ধারা ও ৬৯ ধারা অনুসরণ না করে কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনের ধারা ২৩(খ) অনুসরণ করে ও নির্দেশনামায় বা চুক্তিনামায় স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করেছে। উক্ত উপায়ে হস্তান্তরিত কার্যাবলীর মধ্যে কোনটিই পূর্ণাঙ্গভাবে হস্তান্তর করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মর্জিমাফিক কেবল কতিপয় কর্ম, আংশিক দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, বেতন-ভাতা ইত্যাদি হস্তান্তর করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যাবলীর কতিপয় কর্ম, জেলা পর্যায়ের দপ্তর, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বেতন-ভাতা হস্তান্তরিত হয়েছে। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ের দপ্তর, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বেতন-ভাতা হস্তান্তরিত হয়নি। আরো উল্লেখ্য, স্থানীয় পর্যটন কার্যাবলী যদিও পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে, কিন্তু পর্যটন সংক্রান্ত বিদ্যমান কোন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী, বেতন-ভাতা ইত্যাদি অর্থাৎ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কিংবা অন্য কোন সংস্থার আওতাধীন পর্যটন কেন্দ্র তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হয়নি। কেবলমাত্র পার্বত্য জেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করার কার্য হস্তান্তরিত হয়েছে। চুক্তি লঙ্ঘন করে সেনাবাহিনী, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করে চলেছে।

এযাবৎ নির্বাহী আদেশে ৫টি কার্যাবলী পূর্ণাঙ্গভাবে এবং ১২ টি কার্যাবলী নির্দেশনানামা বা চুক্তিনামার মাধ্যমে আংশিকভাবে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। উক্ত আংশিকভাবে হস্তান্তরিত ১২ টি কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত ২৪টি করে দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট এবং ২২টি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে [**পরিশিষ্ট-৫: তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কার্যাবলী**]।

অপরপক্ষে মোট ৩৩টি কার্যাবলীর মধ্যে ১৬টি কার্যাবলীর কোন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরিত হয়নি এবং হস্তান্তরিত ১২টি কার্যাবলীর বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অবকাঠামো, বেতন-ভাতা ইত্যাদি হস্তান্তরিত হয়নি [**পরিশিষ্ট-৬: তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হয়নি এমন কার্যাবলী**]।

উল্লেখ্য, আইনের উক্ত ২৩ ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, "এই আইন অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার পরিষদের সম্মতিক্রমে-

(ক) পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে; এবং
(খ) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে;
হস্তান্তর করার নির্দেশ দিতে পারিবে।"

এ ধারায় এটি স্পষ্ট যে, কেবল পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে এবং সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে সরকার নির্দেশ দিতে পারবে মর্মে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ ইতোমধ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত ও পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কিংবা সরকার কর্তৃক পরিচালিত কেবল কোন কর্ম বা প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর করার জন্যই এ বিশেষ বিধান প্রযোজ্য হতে পারে। এটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের প্রথম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত ৩৩ কার্যাবলী বা বিষয় হস্তান্তর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

উপরোক্ত বিধানাবলীর প্রেক্ষিতে আইনের ২৩ ধারা অনুসরণ করার পরিবর্তে আইনের ২২ ধারা অনুযায়ী নির্বাহী আদেশের মধ্যেমে পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর করা বিধিসম্মত। এতদপ্রেক্ষিতে ১৯-১১-২০১২ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের কার্যাবলী হস্তান্তর করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা সম্পর্কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-৭:১৯-১১-২০১২ আঞ্চলিক পরিষদ হতে প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত পত্র]**।

খ.১৪ ঃ পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

"(ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

(খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলি ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

(গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।"

চুক্তির এ সব বিধান পরিষদ আইনের ৩২ ধারার (১), (২), (৩) ও (৪) উপ-ধারায় যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

কিন্তু পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী বা নিজেদের মর্জি মাফিক গঠিত নিয়োগ কমিটি দ্বারা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনির কর্মচারী নিয়োগ করে চলেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদের বিধান অনুসরণ না করে দেশে বিদ্যমান সাধারণ নীতিমালা ভিত্তিক কোটা ব্যবস্থা অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনির কর্মচারী নিয়োগ করে চলেছে। তা ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের মাধ্যমে অ-স্থানীয় অ-উপজাতি

ব্যক্তিগণ পার্বত্য জেলা পরিষদের এ সব কর্মচারী পদে নিয়োগ লাভ করে থাকেন। ফলে স্থায়ী অধিবাসীগণ তাদের যথাযথ অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পরিষদের অন্যান্য পদে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনির কর্মকর্তা পদে সরকার কর্তৃক অধিকাংশ সময়ে অ-স্থানীয় অ-উপজাতীয় কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

ফলে যে উদ্দেশ্যে এ বিধানটি চুক্তিতে ও আইনে সন্নিবেশিত হয়েছে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

খ.১৯ ঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা

খ.১৯ ধারায় বর্ণিত বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৪২ ধারার ৪ উপ-ধারায় নিম্নরূপে সন্নিবেশিত হয়েছে "হস্তান্তরিত বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিবে।"

প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, চুক্তির আলোকে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ২২ ধারার (ঘ) উপ-ধারা অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য জেলার সকল উন্নয়ন তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করতে পারে। কিন্তু পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের এ বিধানাবলী সরকার লংঘন করে চলেছে। সাম্প্রতিককালে সরকার পক্ষ হতে দেশের অপরাপর অঞ্চলের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল উন্নয়ন ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ, তত্বাবধান, সমন্বয় সাধন করার প্রক্রিয়া হাতে নেওয়া হয়েছে।

তাই, বলা যায়, এ বিধান আজ অবধি বাস্তবায়িত হয়নি।

আইনের ৪৪ ধারা ঃ কর এবং সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

"পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দ্বিতীয় তফসিলে উল্লেখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে এবং উক্ত তফসিলে নির্ধারিত সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে রয়্যালটির অংশ বিশেষ আহরণ করিতে পারিবে।"
এ বিধান এখনো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

খ.২৪ ও ২৫ ঃ জেলা পুলিশ

চুক্তির 'খ' খন্ডের ২৪ ও ২৫ ধারায় বর্ণিত বিধানাবলী পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬২ ও ৬৩ ধারায় যথাক্রমে নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হয়েছে ঃ

"**৬২। জেলা পুলিশ**।-(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদ্‌নিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে রাংগামাটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় থাকিবে।

(২) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত জেলা পুলিশের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যের চাকরির শর্তাবলী, তাঁহাদের প্রশিক্ষণ, সাজসজ্জা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাঁহাদের পরিচালনা অন্যান্য জেলা পুলিশের অনুরূপ হইবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পুলিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আইন, উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, তাঁহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৩) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে, এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধান অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।"

"**৬৩। পুলিশের দায়িত্ব**।- রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে ইহার তথ্য পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবহিত করা এবং পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ইহার কর্মকর্তাগণকে আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগে সহায়তা দান করা সকল পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে।"

উক্ত বিধানাবলী এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। উল্লেখ্য, ১২-৭-১৯৮৯ জেলা পুলিশ বিষয়টি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে **[পরিশিষ্ট-৮: জেলা পুলিশ হস্তান্তরের নির্বাহী আদেশ]**। তবে হস্তান্তরিত হওয়ার এক সপ্তাহ পরে তা বাতিল করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ করে পাহাড়িদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য পার্বত্য জেলা পুলিশ বাহিনী গঠন অপরিহার্য।

খ.২৬ ঃ ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান

"**৬৪। ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান**।-(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন-

(ক) রাংগামাটি / খাগড়াছড়ি / বান্দরবান পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ যে কোন জায়গা-জমি, পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত জমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সহিত আলোচনা ও উহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

(২) হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যাদি পরিষদ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(৩) কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা জমি (Fringe Land) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।"

এই বিধান অনুসারে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন নিয়ে জায়গা-জমির বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর ও অধিগ্রহণ করা হয় বলে সরকারের পক্ষ থেকে মতামত দেয়া হলেও তা বিধিসম্মত নয়। চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩৪(ক) ধারা মোতাবেক 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন অন্যতম একটা বিষয়। কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট যথাযথভাবে হস্তান্তর করা হয়নি বিধায় বিষয়টি পরিচালনার্থে এ সংক্রান্ত প্রবিধান করাও সম্ভব হয়নি।

অপরদিকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসরণে ডেপুটি কমিশনারগণ অবৈধভাবে নামজারি, অধিগ্রহণ, ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। বনায়ন ও সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, সেনা ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং পর্যটনের নামে হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে।

সুতরাং ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি সম্পর্কিত দপ্তরসমূহ পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা বিধিসম্মত। এ বিধান বাস্তবায়িত হয়নি।

খ.২৭ ভূমি উন্নয়ন কর আদায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'খ' খণ্ডের ২৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে– "৬৫। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়।- আপাততঃ বলবৎ কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার এলাকাভুক্ত ভূমি বাবদ আদায়যোগ্য ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদে ন্যস্ত থাকিবে এবং আদায়কৃত কর পরিষদের তহবিলে জমা হইবে।"

উক্ত বিধান তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮-এর ৬৫ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই ধারা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে কর বা খাজনা আদায় করার দায়িত্ব হলো স্ব স্ব মৌজার মৌজা হেডম্যানের। কিন্তু ইদানীংকালে কর বা খাজনা মৌজা হেডম্যানের কাছে জমা না দিয়ে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করা হচ্ছে যা বিধি সম্মত নয়। এ বিধান বাস্তবায়িত হয়নি।

খ.২৯ ঃ বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

চুক্তির দ্বিতীয় খন্ডের অনুচ্ছেদ ২৯-এর (১) উপ-ধারায় বর্ণিত বিধান আইনের ৬৮ ধারা (১) ও (৩) উপ-ধারায় নিম্নরূপে সন্নিবেশিত হয়েছে:

"(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।"

এই বিধান বাস্তবায়িত হয়নি।

আইনের ৭৮ ধারা ঃ অসুবিধা দূরীকরণ

"৭৮। অসুবিধা দূরীকরণ।- এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।"
এ বিধান বাস্তবায়িত হয়নি।

খ.৩২ ঃ কোন আইনের বিধান সম্পর্কে আপত্তি

"৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।"
এ বিধান বাস্তবায়িত হয়নি।

খ.৩৪ পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ ও উহাদের হস্তান্তর

খ.৩৪ ধারায় বর্ণিত বিষয়াবলী তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর প্রথম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ছ, জ, ঞ, ট, থ ক্রমিকে উল্লেখিত বিষয়াবলী নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়েছে। অবশিষ্ট বিষয়াদি হস্তান্তরিত হয়নি।

গ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

গ.১ ঃ আঞ্চলিক পরিষদ গঠন

"পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।"

এ বিধান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ প্রণীত হয় এবং ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে অন্তর্বর্তী পরিষদ গঠিত হয়। তবে এ আইন যথাযথভাবে কার্যকর হতে পারেনি।

আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ধারা ১১ ঃ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা

"১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ সুবিধা।- (১) চেয়ারম্যান সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রীর অনুরূপ পদমর্যাদা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন।

(২) অন্যান্য সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"

এ বিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান প্রতিমন্ত্রীর অনুরূপ পদ-মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধান দ্বারা সময়ে সময়ে নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে সদস্যগণের পদ-মর্যাদা আজ অবধি নির্ধারিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের নিকট বিষয়টি উত্থাপিত হলেও সদস্যদের পদ-মর্যাদা নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্যা এখনো সমাধা হয়নি।

গ.৯(ক) ঃ পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন

"পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

এ যাবৎ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অসহযোগিতার কারণে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ যাবতীয় বিষয়াদি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা যাচ্ছে না।

উল্লেখ্য যে, ১০ এপ্রিল ২০০১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে 'আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর যথাযথ অনুসরণ এবং পার্বত্য জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন' এর জন্য পরিপত্র জারি করা হয় [**পরিশিষ্ট ৯ ঃ ১০ এপ্রিল ২০০১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে আঞ্চলিক পরিষদ আইন অনুসরণ সম্পর্কিত পরিপত্র**]। কিন্তু তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিপত্র অনুসারে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখেনি।

গ.৯(খ) ঃ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়

"এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।"

পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। সুতরাং পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর সাথে সঙ্গতি রেখে সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়।

উল্লেখ্য, আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধনকল্পে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সম্বলিত পত্র ২০০০ ও ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হয়। সে বিষয়ে আজ অবধি কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। আরো উল্লেখ্য যে, আঞ্চলিক পরিষদ হতে বিষয়টি উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে আঞ্চলিক পরিষদ আইন যথাযথভাবে অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় হতে পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণকে পত্র প্রেরণ করা হয় [**পরিশিষ্ট ১০ ঃ আঞ্চলিক পরিষদ আইন অনুসরণের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পত্র**]। এরপরও বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়নি।

গ.৯(গ) ঃ পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন

"তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।"

তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ অনুযায়ী পূর্বেকার মতো জেলার সাধারণ প্রশাসন সম্পর্কিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছেন। অপরদিকে উক্ত শাসনবিধিতে আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে কোন বিধি উল্লেখিত না থাকায় আঞ্চলিক পরিষদকে সহযোগিতা করা থেকে ডেপুটি কমিশনারগণ বরবারই বিরত রয়েছেন। ফলে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক জেলার সাধারণ প্রশাসন তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন কার্য পরিচালনা করা যাচ্ছে না।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন প্রণীত হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ এর কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত স্মারকে বর্ণিত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সম্পূর্ণ বহাল ও কার্যকর থাকবে। আঞ্চলিক পরিষদ সরকারের নিকট উক্ত স্মারক বাতিল করে আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা আইনের সাপেক্ষে কার্যকর থাকবে মর্মে নতুন স্মারক জারি করার জন্য সুপারিশ পেশ করে। তদ্‌প্রেক্ষিতে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে বিধান জারিকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেওয়া হয় **(পরিশিষ্ট ১১ ঃ ৭-০৫-২০১৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত 'বিধান জারিকরণ সংক্রান্ত' পত্র)**। তা এখনো কার্যকর করা হয় নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির বিভিন্ন বিধি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সংশোধন করা অপরিহার্য। সর্বোপরি আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণের (জেলা প্রশাসকগণের) Charter of Duties নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।

তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপার কর্তৃক চুক্তির পূর্বেকার সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে আসছে। সর্বোপরি ২০০১ সালে প্রতিস্থাপিত 'অপারেশন উত্তরণ' আদেশ অনুযায়ী সেনাবাহিনী পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে সহায়তা দিয়ে চলেছে অর্থাৎ তার মধ্য দিয়ে কার্যত পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র ছাড়াও ১৭-০১-২০০০ "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন) মোতাবেক দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিন পার্বত্য জেলায় কর্মরত জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সকল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা প্রদানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে সার্কুলার জারি" করা হয়। তদ্‌সত্ত্বেও পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপার বা সংশ্লিষ্ট সেনা কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসেনি এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে সম্পূর্ণভাবে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা

পরিচালনা করে চলেছে। ফলে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা যাচ্ছে না। সুতরাং আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ পুলিশ এ্যাক্ট ১৮৬১ ও পুলিশ রেগুলেশন সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়।

আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ১৭-০১-২০০০ তারিখে পার্বত্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি সার্কুলার জারি করা হয়। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বা তিন পার্বত্য জেলার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে পার্বত্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদকে কদাচিৎ ইহার আইন অনুযায়ী সম্পৃক্ত বা অবহিত করা হয়। ফলে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পার্বত্য জেলার উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা যাচ্ছে না এবং পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ক্ষেত্রে অর্থের অপচয় ও জনস্বার্থ পরিপন্থী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন বন্ধ করা যাচ্ছে না। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত ও অবহিত করা বাঞ্ছনীয়।

গ.৯(ঘ) ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিও কার্যক্রম সমন্বয় সাধন

"আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিও কার্যক্রম সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।"

আইনের ৪৬ ধারা অনুযায়ী প্রবিধানমালা প্রণয়ন করে আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। তদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকল খাদ্য শস্য ও অর্থ আঞ্চলিক পরিষদের বাৎসরিক বাজেটে সংযুক্ত করা অপরিহার্য। সরকার এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করাতে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক আজ অবধি এ কার্য পরিচালনা করা যায় নি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। এ বিধান বাস্তবায়িত হয়নি।

এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ ইহার আইন অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক ২০০১ খ্রিস্টাব্দে "বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ বাংলাদেশী বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী" সম্পর্কিত পরিপত্র জারি করা হয়। আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ৫৩ ধারা অনুসরণে পার্বত্য জেলার ও পাহাড়ি অধিবাসীদের জন্য কষ্টকর ও আপত্তিকর উক্ত পরিপত্রের কতিপয় বিষয় সম্পর্কে ইহার সুপারিশমালা পেশ করে। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে সংশোধিত পরিপত্র জারি করা হয়। এ পরিপত্রে আঞ্চলিক পরিষদের কতিপয় সুপারিশ গৃহীত হলেও অধিকাংশ সুপারিশ গৃহীত হয়নি। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের আমলে সাম্প্রতিককালে দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণকে এনজিও কার্যক্রম সমন্বয় সাধন করার দায়িত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ফলে আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্মরত এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এপ্রেক্ষিতে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় কর্তৃক জারিকৃত এনজিও সংক্রান্ত পরিপত্র আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়।

গ.৯(ঙ) ঃ উপজাতীয় আইন এবং সামাজিক বিচার সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান

" উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।"
চুক্তির এ ধারা বাস্তবায়িত হয়নি।

গ.৯(চ) ঃ জাতীয় শিল্প নীতির সহিত সংগতি রাখিয়া পার্বত্য জেলাসমূহে ভারী শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান

"পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।"
চুক্তির এ ধারা বাস্তবায়িত হয়নি।

গ.১০ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপর সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান

"পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করবেন।"

আঞ্চলিক পরিষদ আইনে উক্ত বিধান সন্নিবেশিত হলেও চুক্তি উত্তরকালে উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান পদে বরাবরই সরকার দলীয় ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হয় এবং অধিকংশ সময়ে ভাইস-চেয়ারম্যান পদে অ-স্থানীয় অ-উপজাতীয় কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়। ফলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোন প্রকার সংযোগ না রেখেই উন্নয়ন বোর্ড ইহার সামগ্রিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬ এর স্থলে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪' প্রণীত হয়। এ আইন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এরকম অনেক ধারা এতে অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং এ যাবৎ পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পূর্ণরূপে পাশ কাটিয়ে উন্নয়ন বোর্ড ইহার কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪-এর উপর মতামত প্রদানকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ উক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ বাতিল ও বোর্ড বিলুপ্ত করার সুপারিশ পেশ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে এ সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

গ.১১ ঃ অসুবিধা দূরীকরণ

"১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।"

২০০৯ খ্রিস্টাব্দ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ (১৯০০ সনের ১ নং শাসনবিধি) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টনের বিধানাবলীর সাথে যতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ ততটুকু কার্যকর থাকবে মর্মে বিধান (স্মারক/পরিপত্র) জারি করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট পত্র প্রেরণ করে চলেছে এবং সে সাথে বিষয়টি সম্পর্কে সময়ে সময়ে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে। ২০১৩ ও ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিষয়টি সম্পর্কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করে। ২০১৫ ও ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদলের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিব অনুকুল মত প্রকাশ করেন ও পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি সম্পর্কে অনতিবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা/পরামর্শ দেন। বিষয়টি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি।

সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের বিধানাবলী আজ অবধি সংশোধন করা হয়নি।

গ.১৩ ঃ আইন প্রণয়নে আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকার

"সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নুতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।"

চুক্তির এ ধারা বাস্তবায়িত হয়নি।

উল্লেখ্য যে, আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ৫৩ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী কোন কোন আইন প্রণয়ন বা সংশোধন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলের বিধানাবলী এবং পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও পাহাড়ি অধিবাসীদের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এ রূপ বিধানের পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করে এসেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ চাওয়া হয়নি বা আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ গৃহীত হয়নি।

আরো উল্লেখ্য যে, চুক্তি উত্তরকালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রযোজ্যতা সম্পর্কে কোন বিধান রাখা হয়নি বা বিভিন্ন ধারা-উপধারায় অনুরূপ কোন বিধান সন্নিবেশ করা হয়নি।

ঘ ঃ পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

ঘ.১ ঃ ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

"ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।"

টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।

ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী সম্পর্কে

চুক্তির এ বিধান অনুযায়ী ভারত প্রত্যাগত ১২,২২২ টি পাহাড়ি শরণার্থী পরিবারের ৬৪,৬০৯ জন শরণার্থীকে অধিকাংশ আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে। তবে ৯,৭৮০ পরিবার তাদের ভিটেমাটি ও জায়গা-জমি ফেরৎ পায়নি, ৮৯০ পরিবার হালের গরুর টাকা পায়নি, ৩৬৬ জন প্রত্যাগত শরণার্থীর সর্বসাকুল্যে ২৭,০৭,২৫২ টাকার ব্যাংক ঋণ মওকুফ করা হয়নি। পূর্বের চাকরিতে পুনর্বহালকৃত ২৬২ জন শরণার্থীর মধ্যে ১৪ জন এখনো জ্যেষ্ঠতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি পায়নি। ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের গ্রাম হতে স্থানান্তরিত বা বেদখলকৃত ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি বাজার ও ৭টি মন্দির পুনর্বহাল করা হয়নি। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন ফেনী উপত্যকার মাটিরাংগা, মানিকছড়ি ও রামগড় উপজেলায়, মাইনী উপত্যকার দীঘিনালা ও চেঙ্গী উপত্যকার মহালছড়ি উপজেলায় এবং রাংগামাটি পার্বত্য জেলাধীন মায়নী ও কাচলং উপত্যকার লংগদু উপজেলায় অবস্থিত ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ৪০টি গ্রাম, ভিটে-মাটি ও জায়গা-জমি এখনো সেটেলার বাঙালিদের পুরো দখলে রয়েছে।

পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে

২৭ জুন ১৯৯৮ তারিখ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্সের তৃতীয় সভায় পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বলতে যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ

"১৯৭৫ সনের ১৫ আগষ্ট হতে ১৯৯২ সনের ১০ আগষ্ট (অস্ত্র বিরতির শুরুর দিন পর্যন্ত) পার্বত্য চট্টগ্রামে (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান) দীর্ঘ অশান্ত ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে যে সকল উপজাতি নিজ গ্রাম, মৌজা, অঞ্চল ত্যাগ করে স্বদেশের মধ্যে অন্যত্র চলে গেছেন বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন তারা আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে বিবেচিত হবেন।"

১৩-০৯-২০১৪ তারিখে টাস্ক ফোর্স সভায় আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পরিবারদেরকে রেশনসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বলিত কার্যবিবরণী ২৮-০২-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্স সভায় অনুমোদিত হয়। তবে উক্ত সিদ্ধান্ত এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

ঘ.৩ ঃ ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান সংক্রান্ত

"সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।"

চুক্তির এ ধারা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

ঘ.৪, ৫ ও ৬ ঃ ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি

"৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এইযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনে থাকিবে। এ কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবেনা এবং এ কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে;

(ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;
(খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট)
(গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/ প্রতিনিধি;
(ঘ) বিভাগীয় কমিশনার /অতিরিক্ত কমিশনার;
(ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)

৬। (ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

(খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।"

চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ৫ ধারা অনুযায়ী ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন গঠন করা হয়ে আসছে। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১' প্রণীত হয়। উক্ত আইনে চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক কতিপয় ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়।

গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ জাতীয় সংসদে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ পাশের মধ্য দিয়ে আইনটির বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন করা হয়েছে। আইন সংশোধনের পর ভূমি কমিশনের বিধিমালার খসড়া তৈরি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে ০১ জানুয়ারি ২০১৭ ভূমি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার এখনো সেই বিধিমালা চূড়ান্ত করেনি। এর ফলে ভূমি কমিশনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ এখনো শুরু করা যায়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের পর্যাপ্ত জনবল, তহবিল ও পরিসম্পদ নেই। খাগড়াছড়ি জেলায় কমিশনের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হলেও তহবিল, জনবল ও পরিসম্পদের অভাবের কারণে এখনো রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় শাখা কার্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

আরো উল্লেখ্য যে, ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আনোয়ার-উল হকের মেয়াদ গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে শেষ হয়েছে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে (অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি) এখনো নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

ঘ.৮ ঃ রাবার চাষ ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত জমির ইজারা বাতিলকরণ

"রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।"

চুক্তির এ ধারা আজ অবধি বাস্তবায়িত হয়নি। আশি ও নব্বই দশকে বান্দরবান সদর, লামা, আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় সমতল জেলার অধিবাসীদের নিকট সর্বমোট ১,৮৭৭ প্লটের বিপরীতে প্রায় ৪৬,৭৫০ একর জমি ইজারা দেয়া হয়েছে।

২০ জুলাই ও ১৮ আগস্ট ২০০৯ যথাক্রমে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বান্দরবান জেলায় অ-স্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ইজারার মধ্যে যে সমস্ত ভূমিতে এখনো চুক্তি মোতাবেক কোন রাবার বাগান ও উদ্যান চাষ করা হয়নি সে সমস্ত ইজারা বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বান্দরবান জেলা প্রশাসক কর্তৃক ৫৯৩টি প্লটের প্রায় ১৫,০০০ একর জমি এবং রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রায় ৩৫০ একর ভূমি লীজ বাতিল করা হয়।

তবে বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক উক্ত সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে লীজ বাতিলের দু' মাসের মাথায় স্মারক নং- জেপ্রবান/লীজ মো:নং-১০৬০(ডি)/৮০-৮১/২০০৯ তারিখ ১৯/১১/২০০৯ মূলে বাতিলকৃত প্লটগুলোর মধ্যে প্রায় অধিকাংশ প্লট পুনরায় বহাল করা হয়। অন্যদিকে অবশিষ্ট প্লট কাগজে কলমে বাতিল করা হলেও এখনো সে সব প্লট লীজ গ্রহীতাদের দখলে রয়েছে।

ঘ.৯ ঃ উন্নয়ন লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ ও পর্যটন সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান

"সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।"

উন্নয়ন চলমান রয়েছে। তবে চুক্তির বিধান ও আইন অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধানে ও পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে উন্নয়ন বাস্তবায়নের বিধান থাকলেও তা আজ অবধি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

স্থানীয় পর্যটন অর্থাৎ পার্বত্য জেলার পর্যটন বিষয়টি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নিকট হস্তান্তরিত হলেও তা যথাযথভাবে হস্তান্তরিত হয়নি। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের বা অন্য কোন সংস্থার দ্বারা পরিচালিত কোন দপ্তর ও পর্যটন কেন্দ্র পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নিকট হস্তান্তরিত হয়নি। কেবল পার্বত্য জেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত পর্যটন প্রকল্প ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের এখতিয়ার রাখা হয়নি, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মূল চেতনার সাথে সম্পূর্ণভাবে বিরোধাত্মক। পক্ষান্তরে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন লঙ্ঘন করে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ, সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তিন পার্বত্য জেলায় পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করে চলেছে।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দে চুক্তিনামা যে চুক্তিনামার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যটন কার্যাবলী হস্তান্তর করা হয়েছে উহা বাতিল করে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে উক্ত স্থানীয় পর্যটন বিষয়টির সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট পূর্ণাঙ্গভাবে হস্তান্তর করার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে

বৈঠক করে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বাহী আদেশে হস্তান্তরকল্পে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু আজ অবধি তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

ঘ.১০ ঃ কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান

"কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।"

বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য কোটা অব্যাহত রয়েছে। তবে কোটার আসন সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাকরির ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোটা যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না।

ঘ.১১ ঃ উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা

"উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্টপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।"

পাহাড়িদের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা এখনো নিশ্চিত হয়নি। পাহাড়িদের সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তার অভাব রয়েছে।

সংবিধানের ২৩ক অনুচ্ছেদের বর্ণিত বিধানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষাভাষী পাহাড়ি জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পরিপূরণ হয়নি।

ঘ.১৬ ঃ সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার

ঘ.১৬(খ) ঃ মামলা প্রত্যাহার ও সাজা মওকুফ

"জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।"

চুক্তির এ ধারা আংশিক বাস্তবায়িত। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সরকারের নিকট ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৮৩৯টি মামলার তালিকা পেশ করা হয়। ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্ত তিনটি পার্বত্য জেলা কমিটি যাচাই-বাছাই পূর্বক ৭২০টি মামলা প্রত্যাহার করার জন্য সুপারিশসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করে। কিন্তু আজ অবধি উক্ত মামলাগুলো প্রত্যাহার সংক্রান্ত কোন গেজেট জারি করা হয়নি। এছাড়া অবশিষ্ট ১১৯টি মামলা প্রত্যাহার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। উল্লেখ্য, সাজাপ্রাপ্ত ৪৩ টি মামলার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমার আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনগুলো এখনো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরিত হয়নি। অধিকন্তু মামলা সংক্রান্ত তিনটি পার্বত্য জেলা কমিটি সামরিক আদালতে দায়েরকৃত মামলাগুলোর এখনো কোন সন্ধান পায় নি।

ঘ.১৬(ঘ) ঃ জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ

"প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।"

প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির মোট ৪ (চার) জন সদস্য কর্তৃক গৃহীত ২২,৭৮৩ টাকা ব্যাংক ঋণ মওকুফ করার জন্য সরকারের নিকট তালিকা পেশ করা হয়। তা এখনো মওকুফ করা হয় নি।

ঘ.১৬(ঙ) ঃ প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে চাকরিতে পুনর্বহাল

"প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরিতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।"

পূর্বে চাকরিতে কর্মরত ছিলেন এমন ৭৮ জন প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যের তালিকা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। তন্মধ্যে ৬৪ জনকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়। তাদেরকে জ্যেষ্ঠতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের জন্য ২০১৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় "তালিকাভুক্ত কর্মচারী (বিশেষ সুবিধাদি) বিধিমালা, ২০১৫" নামে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করে। উক্ত বিধিমালা অনুসারে সংশ্লিষ্ট অনেক কর্মচারী সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি পাচ্ছেন। তবে তালিকাভুক্তদের মধ্যে এখনো অনেকে উক্ত সুবিধাদি পাননি।

উল্লেখ্য যে, কতিপয় সংশ্লিষ্ট কর্মচারী উক্ত তালিকাভুক্ত কর্মচারীর তালিকাতে বাদ থেকে যায়। আঞ্চলিক পরিষদ হতে এ বিষয়টি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ইতোপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে তাদের বিষয়টি সরকার কর্তৃক বিবেচনার দাবি রাখে।

প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে যোগ্যতা অনুসারে চাকরিতে নিয়োগ ও তাদের বয়স শিথিল করা হচ্ছে না।

ঘ.১৬(চ) ঃ প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে ব্যাংক ঋণ প্রদান

"জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।"

চুক্তির এ বিধান বাস্তবায়িত হয়নি। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সনের জুন-জুলাই মাসে জনসংহতি সমিতি সদস্যদের দাখিলকৃত ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প এখনো সরকার ঝুলিয়ে রেখেছে।

ঘ.১৬(ছ) ঃ প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ

"জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।"

প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ করা হয়েছে। তবে প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য এযাবৎ কোন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় নি।

ঘ.১৭ ঃ সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার ও পরিত্যক্ত জায়গা-জমি হস্তান্তর

ঘ.১৭(ক) ঃ সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার

"সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমন্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।"

চুক্তি স্বাক্ষরের পর পাঁচ শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৭০টি অস্থায়ী ক্যাম্প ১৯৯৭-১৯৯৯ সালে এবং ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প ২০০৯-২০১৩ সালের মেয়াদকালে প্রত্যাহার হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে প্রত্যাহৃত অনেক অস্থায়ী ক্যাম্প পুনর্বহাল করা হয়েছে।

চুক্তির এ বিধান অনুযায়ী অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া বিষয়ে কোন সময়-সীমা আজ অবধি নির্ধারিত হয়নি। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিডিআর বর্তমানে বিজিবি) ও ৬টি স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্যান্য সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, পূর্বের 'অপারেশন দাবানল' এর পরিবর্তে ১ সেপ্টেম্বর ২০০১ হতে সরকার কর্তৃক একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' জারি করা হয়। এই 'অপারেশন উত্তরণ'-এর বদৌলতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়নসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং চুক্তি বাস্তবায়ন ক্ষেত্রেও সময় বিশেষে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে।

চুক্তির এ বিধান অনুযায়ী অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়ার সময়-সীমা নির্ধারণ, পর্যায়ক্রমে অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ প্রত্যাহার ও অপারেশন উত্তরণ আদেশ তুলে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঘ.১৭(খ) ঃ পরিত্যক্ত জায়গা-জমি হস্তান্তর

"সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।"

চুক্তির এ বিধান আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে কোন কোন অস্থায়ী ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ জায়গা-জমি পরিত্যাগ করলেও প্রকৃত মালিকের নিকট পরিত্যক্ত জায়গা-জমি হস্তান্তর করেনি।

ঘ.১৮ ঃ সকল প্রকার চাকরিতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদেরকে নিয়োগ

"পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।"

চুক্তির এ বিধান কার্যকর করার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) নিকট সুপারিশ পেশ করে। এ প্রেক্ষিতে ২২ অক্টোবর ২০০০ সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিষয়টি কার্যকর করার জন্য অনুকূল পরামর্শ প্রদান করে [**পরিশিষ্ট ১২ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাকরিতে নিয়োগ সম্পর্কে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ**] এবং উক্ত পরামর্শ মোতাবেক ২৫-০৮-২০০২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চুক্তির এ বিধানটি সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা/নিয়োগ প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও সংস্থার নিকট পত্র প্রেরণ করে [**পরিশিষ্ট ১৩ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র**]। **এতে কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।**

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এ বিষয়টি সম্পর্কে পুনরায় সুপারিশ পেশ করে। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৭ জুন ২০১৪ চুক্তির উক্ত বিধান কার্যকর করার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করে [**পরিশিষ্ট ১৪ ঃ ২৭-০৬-২০১৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকরিতে নিয়োগ সম্পর্কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন**]। উক্ত প্রজ্ঞাপন এখনো পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় প্রেরিত হয় নি।

ঘ.১৯ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খন্ডের **১৯** অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন বা Allocation of Business সংশোধিত না হওয়ায় উক্ত মন্ত্রণালয়সমূহ এখনো পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিষয়াদি পূর্বেকার মতো সম্পাদন করে চলেছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যথাযথভাবে কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন বা Allocation of Business সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়।

******

পরিশিষ্ট-১

সংশোধনীয় আইনের তালিকা

(ক) সংশোধনীয় বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিলুপ্তকরণযোগ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত বিশেষ বিধানাবলী

১. CHT Regulation, 1900 (1 of 1900)
২. Bazar Fund Rules, 1937
৩. CHT Loan Regulation, 1938
৪. CHT Agriculture Loans Rules, 1939
৫. পার্বত্য জেলাসমূহ (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৯
৬. ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে জারীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত স্মারক
৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪
৮. CHT Land Acquisition Regulation, 1958
৯. ভূমি খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪
১০. রাংগামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ ইত্যাদি।

(খ) সংশোধনীয় সাধারণ বিধানাবলী

১. পুলিশ এ্যাক্ট, ১৮৬১
২. পুলিশ রেগুলেশন
৩. ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯
৪. পৌরসভা আইন, ২০০৯
৫. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮
৬. পৌরসভা বাজেট বিধিমালা, ২০১০
৭. পৌরসভা কর্মচারী বিধিমালা, ১৯৯২
৮. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৬
৯. পৌরসভা কার্যবিধিমালা, ১৯৯৯
১০. উপজেলা পরিষদের বাজেট (প্রণয়ন ও অনুমোদন) বিধিমালা, ২০১০
১১. উপজেলা পরিষদ (কার্যক্রম বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০
১২. পৌরসভা কর বিধিমালা
১৩. ইউনিয়ন পরিষদ (কর) বিধিমালা
১৪. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০
১৫. বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০
১৬. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আইন, ১৯৮৯
১৭. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান আইন, ২০১০
১৮. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২
১৯. শিশু আইন, ২০১৩
২০. পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ আইন, ২০১০
২১. সমবায় সমিতি আইন, ২০০১
২২. বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৩
২৩. ভূমি আপীল বোর্ড আইন, ২০১৩
২৪. ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৮৯

২৫. বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০
২৬. বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩
২৭. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩
২৮. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫
২৯. বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২
৩০. তূলা আইন, ১৯৫৭
৩১. বন আইন, ১৯২৭
৩২. সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪
৩৩. সরকারী অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯
৩৪. Bangladesh Parjatan Corporation Order, 1972
৩৫. বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন আইন, ২০১০
৩৬. বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল বিধিমালা, ২০১০
৩৭. বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ (এনজিও)-এর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিপত্র
৩৮. শিল্পনীতি, ১৯৯৯
৩৯. জাতীয় নারী নীতি, ২০১০
৪০. সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ (এ নির্দেশমালার ২৩৭ নং নির্দেশে কোন আইন, বিধিমালা, আদেশ, পরিপত্র ইত্যাদি প্রণয়ন বা সংশোধনের বেলায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মতামত বা সুপারিশ গ্রহণের জন্য 'পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ' শব্দাবলী সংযোজন করা)।
৪১. Standing Orders on Disaster
৪২. অপারেশন উত্তরণ সম্পর্কিত আদেশ, ইত্যাদি।

****

পরিশিষ্ট - ২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-পাচবিম (প-১)পাজেপ/সনদপত্র/৬২/৯৯-৫৮৭ তারিখ : ২১/১২/২০০০খৃঃ

বিষয় : চাকুরীক্ষেত্রে তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা প্রসংগে।

সূত্র : রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের স্মারক নং-রাপাজেপ/প্র-এক-১০৮/২০০০/১৯৩, তারিখ : ২১-০৮-২০০০খৃঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, তিন পার্বত্য জেলায় সরকারী, আধা সরকারী, পরিষদীয়, স্বশাসিত ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে বিভিন্ন শ্রেণীর পদে (১) উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার (২) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ - দেবার বিষয়টি শান্তিচুক্তির ১৮নং শর্তে উল্লেখ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নির্ধারণের নিমিত্তে স্থায়ী বাসিন্দার সংজ্ঞার (১৯৮৯ সনের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও তৎপরবর্তী সংশোধনী অনুযায়ী) ভিত্তিতে সনদপত্র ইস্যু করা প্রয়োজন।

২। এমতাবস্থায় চাকুরীক্ষেত্রে এই সনদপত্র ইস্যুর বৈধ কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করার বিষয়টি অত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবিড়ভাবে পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার জেলা প্রশাসকগণের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র ইস্যুর বিদ্যমান ক্ষমতার পাশাপাশি তিন সার্কেল চীফগণও চাকুরী সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র ইস্যু করতে পারবেন।

৩। অতএব, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উপরোক্ত সরকারী সিদ্ধান্তের যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা গেল।

(মোঃ শামসুল আরেফিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৮৬১৭৪৮০

কার্যক্রম :

১। জেলা প্রশাসক, রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
২। সার্কেল চীফ, রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

অনুলিপিঃ-

১। চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাংগামাটি।
২। চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান।
৩। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
৪। মাননীয় সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট - ৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী

তারিখ- ২৬ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ। সময়- বিকাল ০৪.০০ টা।

স্থান- খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ সম্মেলনকক্ষ, খাগড়াছড়ি।

সভাপতি ঃ বেগম সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী এমপি, মাননীয় সংসদ উপনেতা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি।

সভায় উপস্থিত ছিলেন-

০১) বাবু জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও মাননীয় চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা সম্পন্ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি।

০২) বাবু যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি, চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা সম্পন্ন), ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। তিনি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের পূর্ণ সদিচ্ছার কথা সভায় তুলে ধরেন। এই চুক্তি পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে কমিটির সকলের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন অন্যথায় চুক্তি বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি পূর্ববর্তী সভার ধারাবাহিকতায় চুক্তির অসম্পন্ন/অবাস্তবায়িত বিষয়গুলি নিয়ে আন্তরিকভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন এবং সভার কার্যপত্র সভায় পাঠ করে শুনান।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সম্মানিত সদস্য বাবু জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সংবিধানে আদিবাসীদের স্বীকৃতি প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক আইন কার্যকর, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন কার্যকর, বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি/শায়িত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরীতে উপজাতীয় কোটা যথাযথ সংরক্ষণের জন্য সরকারের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর এই দাবীসমূহ কমিটির অপর সদস্য বাবু যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি সমর্থন করেন। পার্বত্য জেলাসমূহের প্রকৃত বাসিন্দাদের স্থায়ী বাসিন্দা সনদ প্রদানের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণের বর্তমান ক্ষমতা রদ করে শুধুমাত্র সার্কেল চীফকে এই ক্ষমতা প্রদানের জন্য তাঁরা দাবী উত্থাপন করেন। এই বিষয়ে

বোমাংগ্রির সদস্য আরো বলেন যে, স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান/পৌর মেয়রের সনদ নিয়ে সার্কেল চীফ বরাবর আবেদন করা হলে সার্কেল চীফ বিষয়টি পর্যালোচনাক্রমে উক্ত সকল ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

তাঁরা প্রয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে স্মারক নং- ১) পাচবিম(প-১)পাজেপ/সনদপত্র/৬২/৯৯-৫৮৭, তারিখ- ২১/১২/২০০০ খ্রিস্টাব্দ ও ২) পাচবিম(প-১)পাজেপ/সনদপত্র/৬২/৯৯-২১৫, তারিখ- ২১/১০/২০০২ খ্রিস্টাব্দ মূলে অতিরিক্ত পার্বত্য জেলা স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা সংক্রান্ত পত্র দু'টি বাতিল করার জন্য অনুরোধ করেন।

সভায় ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স এর জনবল ও বাজেট বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ, চুক্তি বাস্তবায়নে ঢাকায় একটি লিঁয়াজো অফিস স্থাপন ও জনবল নিয়োগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের ২০০১ এর আইনের সংশোধন, পার্বত্য জেলা পরিষদে অহস্তান্তরিত বিভাগসমূহ জরুরিভিত্তিতে হস্তান্তর করা, রাবার বাগানের জন্য গৃহীত ভূমি লীজ বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা, পর্যায়ক্রমে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত এই কমিশনের কার্যক্রম আপাততঃ স্থগিত রাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য ও ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের চাকুরিসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান ও ECNEC এ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে অনুমোদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ অফিস, বাসভবন তথা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ ও পার্বত্য চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ অবিলম্বে চিহ্নিত করে এর সমাধান বা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

অত্যন্ত আন্তরিকতা, শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১	সংবিধানে বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগণকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।	এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হবে।	সভাপতি, সংসদীয় কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি/আইন মন্ত্রণালয়
	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে স্মারক নং- ১) পাচবিম(প-১)পাজেপ/সনদপত্র/৬২/৯৯-৫৮৭, তারিখ- ২১/১২/২০০০ খ্রিস্টাব্দ ও ২) পাচবিম(প-১)পাজেপ/সনদপত্র/৬২/৯৯-২১৫, তারিখ- ২১/১০/২০০২ খ্রিস্টাব্দ মূলে অতিরিক্ত	এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হলো।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/আইন মন্ত্রণালয়।

2

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০২	পার্বত্য জেলা স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বোমাং সংক্রান্ত পত্র দু'টি বাতিল করা।		
০৩	চুক্তি বাস্তবায়নে এই কমিটির ঢাকায় একটি লিয়াজো অফিস স্থাপন ও জনবল নিয়োগ।	পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে ঢাকায় একটি লিয়াজো অফিস স্থাপন ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।	সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি।
০৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশনের ২০০১ এর আইনের সংশোধন প্রসঙ্গে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশনের ২০০১ এর আইনের সংশোধনের প্রয়োজন মর্মে কমিটি মনে করে।	পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি, আইন মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
০৫	ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত এই কমিশনের কার্যক্রম চালু রাখা ও কমিশনের চেয়ারম্যানের একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে।	পার্বত্য এলাকার বিদ্যমান পরিস্থিতি ও ভূমি কমিশনের সদস্যদের সমন্বয়হীনতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ প্রয়োজনীয় সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত এই কমিশনের কার্যক্রম চালু রাখা না রাখার বিষয়ে কমিশন ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন।
০৬	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স এর জনবল ও তহবিল বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ।	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১১	ECNEC এ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে অনুমোদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ অফিস, বাসভবন তথা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ।	ECNEC এ অনুমোদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।	অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১২	পার্বত্য চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ অবিলম্বে চিহ্নিত করে এর সমাধান বা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।	পার্বত্য চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ অবিলম্বে চিহ্নিত করে এর সমাধান বা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সভায় আলোচনাযোগ্য অন্য কোন বিষয় না থাকায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী এমপি)
সংসদ উপনেতা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ও সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি।

বিতরণ : সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

০১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
০২) বাবু দীপংকর তালুকদার এমপি, প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

০৩) বাবু জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও মাননীয় চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা সম্পন্ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি।

০৪) বাবু যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা এমপি, চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা সম্পন্ন), ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি।

(সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী এমপি)
সংসদ উপনেতা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ও সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি।

পরিশিষ্ট - ৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিষদ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

নং-২৯.২১৮.০০৩.০০.০০.১৫৪.২০০৬(অংশ-২)/১৫৮ তারিখ ঃ ১৪/৮/২০১৪খ্রিঃ

বিষয় ঃ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে (১)''পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান''(২)''স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স'' (৩)''জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ''এবং (৪) ''মহাজনী কারবার'' হস্তান্তর প্রসংগে।

সূত্র ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র সংখ্যা নং ০৩.০৭৯.০১৬.২৯.০০.০০১.২০১২-৪১৭(১৬), তারিখঃ ২৮/৫/২০১৪খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯, যা ১৯৯৮ সনে সংশোধিত এর ধারা ২২ ও ২৩(ক) অনুসারে পরিষদসমূহের কার্যাবলির প্রথম তফসিলের ২৯ নং ক্রমিকের ''পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান'' ৩০ নং ক্রমিকের ''স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স'' ৩১ নং ক্রমিকের''জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ'' এবং ৩২ নং ক্রমিকের ''মহাজনী কারবার'' পরিষদসমূহে হস্তান্তরের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১২মে, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সূত্রে বর্ণিত সিদ্ধান্তমতে জেলা পরিষদসমূহে হস্তান্তর করা হলো।

(ক) (২৯)''পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান''ঃ পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ তাদের স্ব স্ব কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ দুটি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ(যদি থাকে)এর কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদসমূহে ন্যস্ত করা হলো এবং এসব প্রতিষ্ঠান এখন থেকে জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে।

(খ) (৩০) ''স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স'' ঃ এখন থেকে স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স জেলা পরিষদসমূহ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের বিধি বিধান মোতাবেক ইস্যু করবে। তবে ভারী শিল্প বাণিজ্য স্থাপন সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

(গ) (৩১)''জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ'' ঃ দেশের অন্যান্য জেলার মত জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয় তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে, তবে জেলা পরিষদসমূহ প্রয়োজনে আলাদাভাবে স্থানীয় জনগণের জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করতে পারবে। প্রয়োজনে জেলা পরিষদসমূহ জেলা পরিসংখ্যান অফিসের সহায়তা নিতে পারবে।

(ঘ)(৩২)''মহাজনী কারবার'' ঃ পার্বত্য জেলাসমূহে প্রথাগত মহাজনী কারবারের কার্যক্রম এখন থেকে জেলা পরিষদসমূহ বিধি মোতাবেক নিয়ন্ত্রণ করবে।

২। উপরোক্ত নির্দেশনামতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ১ম তফসিলে বর্ণিত ২৯,৩০,৩১, ও ৩২ নং ক্রমিকের বিষয় চারটি জেলা পরিষদের বিধি বিধান দ্বারা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এতদ্বারা নির্দেশক্রমে জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হলো।

সংযুক্তঃ ৭(সাত)ফর্দ।

স্বাক্ষর ১৪/৮/২০১৪
(ফারহানা হায়াত)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫৬৯৮।
Email: sasparisad1@mochta.gov.bd

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি।
২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৪। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, পরিসংখ্যান বিভাগ, শেরে বাংলানগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬। চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রঃ-৭

পরিশিষ্ট - ৫

বিষয় বা কার্যাবলী	দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান	রাংগামাটি	খাগড়াছড়ি	বান্দরবান
১। শিল্প ও বাণিজ্য-	১. বাজর ফান্ড সংস্থা	১৯৮৯	১৯৮৯	১৯৮৯
	২. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	১৯৯৩	১৯৯৩	১৯৯৩
২। কৃষি	৩. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৯৯০	১৯৯০	১৯৮৯
	৪. জেলা হর্টিকালচার সেন্টার ও নার্সারীসমূহ	২০০৭	২০০৭	২০০৭
	৫. তুলা উন্নয়ন বোর্ড / কার্যালয়	২০০৭	২০১২	২০০৭
	৬. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	২০১২	২০১২	২০১২
৩। স্বাস্থ্য-	৭. সিভিল সার্জনের কার্যালয়	১৯৯০	১৯৯০	১৯৯০
	৮. জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	১৯৯০	১৯৯০	১৯৯০
	৯. পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২০০৮	-	-
	১০.নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	২০০৯	-	-
	১১. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২০১২	২০১২	২০১২
৪। শিক্ষা-	১২.জেলা প্রাথমিক শিক্ষা	১৯৯০	১৯৯০	১৯৯০
	১৩.জেলা পাবলিক লাইব্রেরী	১৯৯৩	১৯৯৩	১৯৯৩
	১৪.রাংগামাটি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইসস্টিটিউট	২০০৬	-	-
	১৫.খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ	-	২০১৪	-
	১৬.জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা	২০১৪	২০১৪	২০১৪
৫। সমবায়	১৭.জেলা সমবায় বিভাগ	১৯৯৩	১৯৯৩	১৯৯৩
৬। সমাজকল্যাণ-	১৮.জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর	১৯৯৩	১৯৯৩	১৯৯৩
	১৯.সরকারি শিশু সদন	-	২০১২	২০১২
৭। মৎস্যসম্পদ	২০. জেলা মৎস্য অফিস	১৯৯৩	১৯৯৩	১৯৯৩
	২১. রামগড় মৎস্য খামার (হ্যচারী)	-	২০১২	-
৮। জনস্বাস্থ্য	২২. জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১৯৯৩	১৯৯৩	১৯৯৩
৯। পশু পালন	২৩. জেলা পশুসম্পদ অধিদপ্তর	১৯৯৩	১৯৯৩	১৯৯৩
১০। সংস্কৃতি	২৪. জেলা ক্রীড়া সংস্থা	১৯৯৩	১৯৯৩	১৯৯৩
	২৫. জেলা শিল্পকলা একাডেমী	১৯৯৩	১৯৯৩	১৯৯৩
	২৬.উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	১৯৯৩	১৯৯৩	১৯৯৩
১১। যুব কল্যাণ	২৭. জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়	২০০৬	২০১১	২০০৬
১২। স্থানীয় পর্যটন	২৯. স্থানীয় পর্যটন (দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান নেই)	২০১৪	২০১৪	২০১৪
মোট ১২ টি কার্যাবলী বা বিষয়	**দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান**	**২৪ টি**	**২৪টি**	**২২টি**
১৩। জুমচাষ	কোন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান নেই	১২। জুমচাষ	২৮. জুমচাষ	২০১৩
১৪। পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান	২৯. কোন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান নেই	২০১৪	২০১৪	২০১৪
১৫। স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স	৩০ কোন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান নেই	২০১৪	২০১৪	২০১৪
১৬। জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ	৩১ কোন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান নেই	২০১৪	২০১৪	২০১৪
১৭। মহাজনী কারবার	৩২. কোন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান নেই	২০১৪	২০১৪	২০১৪
মোট ১৭ টি কার্যাবলী বা বিষয়	**কার্যাবলী বা বিষয়**	**৫ টি**	**৫ টি**	**৫টি**

বি.দ্র. ১৩ টি কার্যাবলীর আওতাভূক্ত ২৫ টি করে দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান রাংগামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট এবং ২৩ টি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের নেকট হস্তান্তর হয়েছে। এ ছাড়া তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ৫ টি করে দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানবিহীন কার্যাবলী হস্তান্তর হয়েছে।

পরিশিষ্ট - ৬

ক্রমিক	এন্ট্রি নং ও কার্যাবলী /বিষয়	আঞ্চলিক পরিষদের মতামত
১।	১। জেলার আইন শৃংখলার তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন।	নির্বাহী আদেশে শীঘ্র হস্তান্তর করা।
২।	২। জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন; ইহাদের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষণ; উহাদিগকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান।	নির্বাহী আদেশে হস্তান্তর করা যায় ।
৩।	১৩। সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত নহে এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন।	ঐ
৪।	১৪। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষণে নহে এমন খেয়াঘাট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।	ঐ
৫।	১৫। জনসাধারণের ব্যবহার্য উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ।	ঐ
৬।	১৬। সরাইখানা, ডাকবাংলা এবং বিশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।	ঐ
৭।	১৭। সরকার কর্তৃক পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।	ঐ
৮।	*১৮। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।*	নির্বাহী আদেশে শীঘ্র হস্তান্তর করা।
৯।	১৯। পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তা পাকাকরণ ও অন্যান্য জনহিতকর অত্যাবশ্যক কাজকরণ।	নির্বাহী আদেশে হস্তান্তর করা যায় ।
১০।	২০। স্থানীয় এলাকার উন্নয়নকল্পে নক্সা প্রণয়ন।	নির্বাহী আদেশে হস্তান্তর করা যায় ।
১১।	২১। স্থানীয় এলাকা ও উহার অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।	নির্বাহী আদেশে হস্তান্তর করা যায় ।
১২।	২২। পুলিশ (স্থানীয়)।	নির্বাহী আদেশে শীঘ্র হস্তান্তর করা।
১৩।	২৩। উপজাতীয় রীতি-নীতি, প্রথা এবং সামাজিক বিচার।	নির্বাহী আদেশে হস্তান্তর করা যায় ।
১৪।	২৪। ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা।	নির্বাহী আদেশে হস্তান্তর করা যায় ।
১৫।	২৫। কাপ্তাই হ্রদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা ও খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা।	নির্বাহী আদেশে হস্তান্তর করা যায় ।
১৬।	২৬। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।	নির্বাহী আদেশে শীঘ্র হস্তান্তর করা।

খ। আংশিক হস্তান্তরিত হয়েছে এমন কার্যাবলী (১২ টি)

ক্রমিক	এন্ট্রি নম্বর ও কার্যাবলী	হস্তান্তরিত হয়নি এমন কর্ম ও দপ্তর	মতামত
১।	৩। শিক্ষা- (১) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা	• উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বদলী, • আন্তঃজেলা বদলী • বিদ্যালয় নির্মাণ ও উন্নয়ন	এ সব কর্ম বা দায়িত্ব চুক্তি পরবর্তীকালে প্রণীত আইন অনুযায়ী হস্তান্তর করা।
		(ঠ) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা;	এ কর্মটি হস্তান্তর করা।
	(ড) মাধ্যমিক শিক্ষা-	**চুক্তিপত্রের শর্ত ঃ** • সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ। • সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মচারী নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি; • সরকারি বিধি অনুযায়ী মাধ্যমিক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি (সম্পাদন)।	৬৯ ধারা মতে পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রবিধানমালা অনুযায়ী ইহার কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারে। পরিষদ ইহার আইনের ধারা ৩২(২) মতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে। ৩২(৩) মতে অন্যান্য পদের কর্মকর্তাদের শাস্তি ও বদলী প্রস্তাব দিতে পারে।

২।	৪। স্বাস্থ্য-	**চুক্তিপত্রের শর্ত ঃ** • বেতন-ভাতাসহ সকল ব্যয় সেবা পরিদপ্তর হইতে ন্যস্ত করা হবে; • সেবা পরিদপ্তর কর্মকর্তা/কর্মচারী জেলার বাইরে বদলী করবে; • ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুসরণে হবে, • কোন সমস্যা দেখা দিলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিষ্পত্তি করবে। • কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত প্রকল্প কেন্দ্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন।	৬৯ ধারা মতে পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রবিধানমালা অনুযায়ী এ কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারে। ব্যয় বরাদ্দ পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে ও আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে দেওয়া যায়। বাইরে বদলীর ক্ষেত্রে পার্বত্য মন্ত্রণালয় ও আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত করা যায়। কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত প্রকল্প জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায়।
৩।	৫। জনস্বাস্থ্য	**চুক্তিপত্রের শর্ত ঃ** • সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী কর্মকর্তাগণের নিয়োগ, বদলী, ছুটি, প্রশিক্ষণ ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা; • কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরিষদকে অবহিত করবে।	এ শর্তসমূহ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।
৪।	৬। কৃষি ও বন-	(খ) 'সরকার কর্তৃক রক্ষিত নয় এই প্রকার বন' অর্থাৎ Reserve Forest ব্যতীত অন্যান্য বন বা USF and Protected Forest।	এ কার্যাবলী নির্বাহী আদেশে হস্তান্তর করা যায়।
		(ঘ) পতিত জমি চাষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; (ঙ) গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ; (জ) ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, পানি নিষ্কাশন;	এ সব কর্ম হস্তান্তর করা যায়।
৫।	৭। পশু পালন-	• হস্তান্তরিত বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন। • বেতন, ভাতাদিসহ সকল ব্যয় পশুসম্পদ অধিদপ্তর জেলা পরিষদে ন্যস্ত করবে।	এ সব বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।
৬।	৮। মৎস্যসম্পদ ঃ প্রায় সব কর্ম হস্থান্তরিত।	• মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, • হস্তান্তরিত বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন।	উক্ত প্রতিষ্ঠান ও কর্ম নির্বাহী আদেশে হস্তান্তর করা।
৭।	৯। সমবায়	হস্তান্তরিত বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন।	উক্ত কর্ম নির্বাহী আদেশে হস্তান্তর করা।
৮।	১০। শিল্প ও বাণিজ্য- (ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (গ) হাট বাজার	(খ) স্থানীয় ভিত্তিক বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; (চ) গ্রাম বিপণী স্থাপন ও সংরক্ষণ। • হস্তান্তরিত বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন।	এ সব কর্ম নির্বাহী আদেশে হস্তান্তর করা।
৯।	১১। সমাজকল্যাণ ঃ প্রায় সব কর্ম হস্তান্তরিত	হস্তান্তরিত বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন।	উক্ত কর্ম নির্বাহী আদেশে হস্তান্তর করা।
১০।	১২। সংস্কৃতি-	(গ) জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে রেডিওর ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ; (ঙ) পাবলিক হল ও কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা, (চ) নাগরিক শিক্ষার প্রসার এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, (ছ) জাতীয় দিবস ও উপজাতীয় উৎসবাদি উদযাপন; (জ) বিশিষ্ট অতিথিগণের অভ্যর্থনা; (ঞ) স্থানীয় এলাকার ঐতিহাসিক এবং আদি বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ; (ট) তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ; • জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন।	উক্ত কর্মসমূহ নির্বাহী আদেশে হস্তান্তর করা।
১১।	২৭। যুব কল্যাণ	• কেন্দ্রীয়ভাবে / জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় করবে। • কর্মকর্তা বদলী বিষয়ে পার্বত্য মন্ত্রণালয় ও আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হয় নি।	উক্ত কর্মসমূহ নির্বাহী আদেশে হস্তান্তর করা।
১২।	২৮। স্থানীয় পর্যটন ঃ • নিজস্ব পর্যটন তত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন; • নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।	• সরকার / বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের কোন কিছুই হস্তান্তর হয় নি। • কর্মচারীদের বেতন-ভাতা হস্তান্তর হয় নি। • জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হস্তান্তর হয় নি।	স্থানীয় পর্যটন অর্থাৎ পার্বত্য জেলার পর্যটন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্ম, জনবল, বেতন-ভাতা ইত্যাদি হস্তান্তর করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
প্রধান কার্যালয়-রাঙ্গামাটি
পার্বত্য চট্টগ্রাম

ফোন : +৮৮০-৩৫১-৬৩১২০, পিএবিএক্স : ৬৩২৯৬, ফ্যাক্স : +৮৮০-০৩৫১-৬৩২৭৮ E-mail : chtrc@yahoo.com

স্মারক নং : -২৯.২৩২.০০০.০৪.০১.০৫৬.২০১২- ১৭৬(৫) তারিখ : ১৯/১১/২০১২

বিষয় : সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাপরিষদসমূহের কার্যাবলী হস্তান্তর করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা সম্পর্কে।

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে জানানো যাচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আওতায় সংশোধিত 'রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯'(বা রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ(সংশোধন) আইন, ১৯৯৮) এর প্রথম তফসিল-এ মোট ৩৩(তেত্রিশ) টি বিষয় বা কার্যাবলী আওতাভুক্ত হয় (**পরিশিষ্ট-ক**)।

২। আইনের ধারার ৬৯(১) ও (২)(ক) অনুযায়ী প্রবিধানমালা প্রণয়ন করে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ সে সব কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারে।

৩। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা কার্যাবলী অর্থাৎ সকল কর্ম, প্রতিষ্ঠান, জনবল ও অর্থবল(তহবিল) সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করতে পারে।

৪। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তা না করে কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনের ২৩ ধারা অর্থাৎ বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কর্ম বা প্রতিষ্ঠান পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে সরকারের নিকট এবং সরকার হতে পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করার বিশেষ বিধান (**পরিশিষ্ট-খ**) অপপ্রয়োগ করে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের সাথে চুক্তিনামায় বা নির্দেশনামায় স্বাক্ষরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা কার্যাবলী হস্তান্তর করে আসছে। তবে কোন বিষয় বা কার্যাবলীর সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান, কর্ম, জনবল ও অর্থবল(তহবিল) পূর্ণাংগভাবে হস্তান্তর করা হয়নি। এতে হস্তান্তরিত বিষয় বা কার্যাবলী পরিচালনায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দ্বৈততা বা সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি হয়ে থাকে। তদুপরি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় বা কার্যাবলী হস্তান্তর বিষয়ে দীর্ঘসূত্রতা দেখা দেয়।

৫। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ২৩ ধারায় বর্ণিত অনুরূপ বিশেষ বিধান উপজেলা পরিষদ আইনের ২৪ ধারায় অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। অথচ, উপজেলা পরিষদসমূহের নিকট তাদের কার্যাবলী হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোন মন্ত্রণালয়ের সাথে কোন ধরনের চুক্তিনামায় বা নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করা আবশ্যক হয়নি। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপজেলা পরিষদ আইন অনুসরণে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করে দেয়া হয়েছে এবং উপজেলা পরিষদসমূহ সংশ্লিষ্ট বিষয় বা কার্যাবলী প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালনা করে চলেছে।

৬। বর্তমান সরকারের আমলে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী হস্তান্তরের জন্য পার্বত্য মন্ত্রণালয় হতে পুনরায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয় এবং ১, ২ ও ৩ আগস্ট ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বিগত ০৮ নভেম্বর ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে এযাবৎ হস্তান্তরিত ১২(বার) টি বিষয় বা কার্যাবলীর আওতাভুক্ত নিম্নোক্ত কর্ম/প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর করা হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিশুসদন ও রামগড় হ্যাচারী। তবে কোন কোন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয় বা কার্যাবলী হস্তান্তর না করার পক্ষে নানা অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি তুলে ধরা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
প্রধান কার্যালয়-রাঙ্গামাটি
পার্বত্য চট্টগ্রাম

ফোন ঃ +৮৮০-৩৫১-৬৩১১০, পিএবিএক্স ঃ ৬৩২৯৬, ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০৩৫১-৬৩২৭৮ E-mail : chtrc@yahoo.com

স্মারক নং ঃ তারিখ ঃ

৭। এমতাবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ও তাঁর কার্যালয়ের সরাসরি নির্দেশনা ব্যতিরেকে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নিকট কোন বিষয় বা কর্ম হস্তান্তর আশা করা যাচ্ছে না। এতদপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করার সবিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হল ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট বিষয় বা কার্যাবলী অর্থাৎ সকল কর্ম, প্রতিষ্ঠান, জনবল ও অর্থবল(তহবিল) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে যথাশীঘ্র হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করা এবং

(খ) পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়), ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, জুম চাষ, উপজাতীয় রীতি-নীতি-প্রথা এবং সামাজিক বিচার, মাধ্যমিক শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রক্ষিত বন (Reserve Forest) ব্যতীত অন্যান্য বন, স্থানীয় পর্যটন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদেরহস্তান্তর করার ব্যবস্থা করা।

সংযুক্ত ঃ ৫ পাতা।

(জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
চেয়ারম্যান

প্রাপক : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ

১। জনাব গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক ও পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মুখ্য সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় তেজগাঁও, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গোপনীয় / জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
রাজনৈতিক শাখা-২

স্বঃ-২/০৯/৮৯-পুঃশাঃ(রাজ-২)/ ৪৪৯ তারিখ ঃ ১২-৭-৮৯ ইং / ২৮শে আষাঢ়, ১৩৯৬ ।

বিষয় ঃ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের অধীনে জেলা পুলিশ নিয়োগ ও তাহাদের দায়িত্ব প্রসঙ্গে।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর ৬২ এবং ৬৩ ধারার অনুসরণে সরকারের নিম্নলিখিত বিষয়ে পুলিশ বাহিনীর অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ

(ক) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সদস্যগণ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী পরিষদের একক নিয়োগ, বদলী ও শৃংখলা সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ও নিয়ন্ত্রণে থাকিবে। পরিষদ নিজ এলাকার মধ্যে উক্ত প্রবিধান অনুযায়ী বদলী ও শৃংখলা জনিত কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(খ) সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল পদে নিয়োগের বেলায় জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে।

(গ) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত রাঙ্গামাটি জেলা পুলিশের সকল কর্মচারীর [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] জেলা পুলিশের [illegible] হইবে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পুলিশের [illegible] প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে [illegible] হইবে।

(ঘ) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য [illegible] পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(ঙ) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার [illegible] সংশ্লিষ্ট হইবে [illegible] পরিষদের [illegible] এবং [illegible] পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে।

(চ) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর [illegible] প্রবিধান অনুযায়ী নিয়োগ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় বর্তমান পুলিশ সেট-আপ বহাল থাকিবে। পরে যখন পুলিশ পরিষদের নিয়ন্ত্রিত জেলায় যে সমস্ত উপজাতীয় সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ও কনস্টেবল [illegible] তাহাদেরকে [illegible] এবং [illegible] জেলা পরিষদের অনুরোধ সাপেক্ষে বদলী করিয়া পার্বত্য জেলায় পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২। সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ যে তারিখ হইতে বলবৎ করিবেন সেই তারিখ হইতে এই পরিপত্র কার্যকর হইবে।

স্বাক্ষর/ [illegible] আলী,
১২-৭-৮৯
সচিব,
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

জনাব এ, আর, [illegible],
মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্বঃ-২/০৯/৮৯-পুঃশাঃ(রাজ-২)/ ৪৪৯/১ তারিখ ঃ ১২-৭-৮৯ ইং / ২৮শে আষাঢ়,

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরিত ঃ-

(মোঃ [illegible] আলী)
সিনিয়র সহকারী সচিব

পরিশিষ্ট-৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা প্রশাসন-২ শাখা।

স্মারক নং-মপবি/জেপ্রঃ-২/২(১২)/২০০০-৩১

১০ এপ্রিল,২০০১
[redacted]----------------
১৭ চৈত্র,১৪০৭

পরিপত্র

বিষয়- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন,১৯৯৮ এর যথাযথ অনুসরণ এবং পার্বত্য জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন,১৯৯৮ এ এই আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলী হিসাবে নিম্নরূপ ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হইয়াছে :

(ক) পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ উহাদের আওতাধীন এবং উহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন ;

(খ) পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন ;

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যাবলীর সার্বিক তত্ত্বাবধান ;

(ঘ) পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইনশৃংখলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;

(ঙ) উপজাতীয় রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান ;

(চ) জাতীয় শিল্প নীতির সহিত সংগতি রাখিয়া পার্বত্য জেলাসমূহে ভারী শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান ;

(ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং এনজিও কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন।

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের উল্লিখিত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও সমন্বয় সাধনের স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার সংশ্লিষ্ট সকল স্থানীয় পরিষদ এবং দপ্তরসমূহ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন,১৯৯৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

২য় পৃঃ দ্রঃ

৩। অতএব, পার্বত্য এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও সমন্বয়ক তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে এই এলাকার সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পরিষদ ও সরকারী অফিসসমূহকে আঞ্চলিক পরিষদ আইন,১৯৯৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হইল। পার্বত্য জেলাগুলির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তাহাদের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় গৃহীত/গৃহীতব্য সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিষয়ে আঞ্চলিক পরিষদকে অবহিত রাখার জন্যও অনুরোধ করা হইল।

(মুহম্মদ আব্দুস সাত্তার)
মুখ্যসচিব

কার্যার্থে:

১। চেয়ারম্যান,
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড,রাঙ্গামাটি।

২। চেয়ারম্যান,
________________পার্বত্য জেলা পরিষদ (সকল)।

৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,
___________________মন্ত্রণালয়/বিভাগ(সকল)।

জ্ঞাতার্থে:

১। চেয়ারম্যান,পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি।

২। মুখ্য সচিব,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
প্রধান কার্যালয়
রাঙ্গামাটি

স্মারক নং এক-৮৬/পাচআপ/২০০০/৫৩০ (২,৫০) তারিখ ১৫-০৫-২০০১ ইং
অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-
১। চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।
২। চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৪। ডি. আই. জি. চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম।
৫। জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।
৬। পুলিশ সুপার, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।
৭। ....

(যতীশ প্রসাদ তালুকদার)
মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

পরিশিষ্ট-১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা

স্মারক নং- স্থাসবি/উপজে-১/বিবিধ-১/২০০১/ ৩১ (১) তারিখঃ- ১১/০৬/২০০১ইং।

বিষয় :- আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদলের উত্থাপিত ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট আইনের ২২(ঙ) ধারা অনুসরণ সম্পর্কে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯-এর ১৭ ধারা এবং ১৯৮৯-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত ১৯৯৮-এর ৯ নং আইনের ১১ ধারায় ভোটার তালিকা ও ভোটার হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ আছে। উক্ত আইনে উল্লেখিত বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন হিসেবে প্রণীত ১৯৯৮-এর ১২ নং আইনের ২২(ঙ) ধারার বিধান অনুযায়ী পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদ সমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনে প্রয়োজনীয় সহযোগ দেওয়ার জন্যও নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(নীতা দাস)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাপক :- শ্রী গৌতম কুমার চাকমা,
প্রতিনিধি দলপ্রধান
সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ,
পার্বত্য চট্টগ্রাম।

স্মারক নং- স্থাসবি/উপজে-১/বিবিধ-১/২০০১/ তারিখঃ- ১১/০৬/২০০১ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :-

১। জেলা প্রশাসক- রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রাম - তাঁর অধীনে পার্বত্য জেলার পৌরসভাসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে ১৯৯৮-এর ১২ নং আইনের ২২(ঙ) ধারা অনুসরণ করার বিষয়ে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো এবং ভোটার তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর ১৭ ধারা ও ১৯৯৮ এর ৯নং আইনের ১১ ধারার বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(নীতা দাস)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ-৮৬২৯১৫৩।

পরিশিষ্ট-১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা
www.cabinet.gov.bd

নং-০৪.৫১২.০৮২.০০.০০.০৩০.২০১০-৯৩

তারিখঃ ২৪ বৈশাখ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
০৭ মে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ **বিধান জারিকরণ সংক্রান্ত।**

সূত্রঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের স্মারক নম্বর- ২৯.২৩২.০০০.০৪.১৬.০০৯.২০১০-৩৫৩ তারিখঃ ১০.০৪.১৩ খ্রিষ্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছেঃ-

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ (১৯০০ সনের ১ নং শাসনবিধি) রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংশোধন); পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কার্যবিধিমালা, ২০০০-এর বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যকর থাকবে মর্মে নতুন স্মারক জারিকরণ।

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ (১৯০০ সনের ১ নং শাসনবিধি)-এর কার্যকারিতা বিষয়ে ২৯.১০.১৯৯০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ কার্যাদি বিভাগ থেকে জারিকৃত স্মারক বাতিলকরণ।

২। এমতাবস্থায়, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ০৬(ছয়) ফর্দ।

০৭/০৫/১৩
(মঈনউল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৬

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

E:\Nicos folder\Hill tracts Ministry\Lertter Hill Tracts Ministry.doc

পরিশিষ্ট-১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বিধি-১ শাখা

নং- সম(বিধি-১)/এস আর -১/২০০০-১৮৩ তারিখ ২১ অক্টোবর ২০০০ খ্রিঃ/০৭ কার্তিক ১৪০৭ বাংলা

বিষয়ঃ- পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচা পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ- আঃ পবিঃ/চুক্তি বাস্তবায়ন/৩১/২০০০ তারিখ ২৯/০৮/২০০০

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, চাকুরীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগবিধি/চাকুরী প্রবিধানমালার আওতায় বিবেচ্য। এমতাবস্থায়, চাকুরীর ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের যুক্তিসঙ্গত অগ্রাধিকার দানের বিষয় সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগবিধি/চাকুরী প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ জ্ঞাপন করা হলো।

স্বাক্ষর- অস্পষ্ট
(আ, স, ম আবদুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
বিধি-১ শাখা

সচিব,
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ- মোঃ মই-ুল ক, সহকারী সচিব, প-২)

পরিশিষ্ট-১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-পাচবিম(সম-১)-৩০-২০০১/৫৬৪ তারিখঃ ২৫-০৮-২০০২ ইং।

বিষয়ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ প্রসংগে।

সূত্রঃ ১।সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম(বিধি-১)এস আর-১/২০০০-১৮৩,তাং ২২ অক্টোবর ২০০০ খ্রীঃ
২।পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-পাচবিম(সম-১)-৩০/২০০১-৫২৯, তাং ২৬-৬-২০০২।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তির 'ঘ' খণ্ডের ১৮নং অনুচ্ছেদে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী,আধা-সরকারী,পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে।

২। উপর্যুক্ত শর্তের আলোকে সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগের শর্ত নিয়োগ বিধিতে অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে সরকারী নির্দেশ/সার্কুলার জারীর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

৩। উক্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় তিন পার্বত্য জেলায় চাকুরীর ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের চুক্তিসংগত অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগ বিধিমালা/চাকুরী প্রবিধানমালাতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেছে(অনুলিপি সংযুক্ত)।

৪। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে, তিন পার্বত্য জেলায় অবস্থিত সকল সরকারী,আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগের শর্ত নিয়োগ বিধিমালা /নিয়োগ প্রবিধানমালাতে অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা/নিয়োগ প্রবিধানমালা সংশোধন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হল।

৫। এতদবিষয়ে ইতোপূর্বে জারীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২৬-৬-২০০২ তারিখের পাচবিম(সম-১)-৩০/২০০১-৫২৯ নং স্মারকটি বাতিল করা হল।

২৫/৮/২০০২
(মোঃ মইনুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব(সম-১)

১। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব..............................মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি।
৩। চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি।

পরিশিষ্ট-১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিধি-১ শাখা।
www.mopa.gov.bd)

পরিপত্র

নং- ০৫.১৭০.০২২.০৯.০০.১৩৩.২০১০- ২২৬

তারিখ : ১৩ আষাঢ়, ১৪২০ বঃ / ২৭ জুন, ২০১৩ খ্রিঃ

বিষয় : পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরিতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রদান।

০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ১৮নং অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপঃ

> "১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।"

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ১৮নং অনুচ্ছেদ অনুসরণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইল।

২৭.৬.১৩
(আবদুস সোবহান সিকদার)
সিনিয়র সচিব

বিতরণ :
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব/সচিব, ...সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
(তাঁহার আওতাধীন সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা/দপ্তর/প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করিবার অনুরোধসহ)
৪। মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সিএন্ডএজি'র কার্যালয়, ৪৩ নং কাকরাইল সড়ক, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, পুরাতন বিমানবন্দর, ঢাকা।
৭। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের জন্য)।
৮। সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট, পিএসিসি, জ নপ্রশাসন মন্ত্রনালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।

E:\All-Letter\L P.A.doc

দ্বিতীয় অংশ

একনজরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের অবস্থা

মূল বিষয় বা ধারা	সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত	আংশিক বাস্তবায়িত	অবাস্তবায়িত
ক ঃ সাধারণ			
ক.১: উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ			√
ক.২: বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন			√*
ক.৩: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি		√	
খ ঃ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
খ.৩: অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ			√
খ.৪(ঘ): অউপজাতীয় সার্টিফিকেট প্রদান		√	
খ.৯: ভোটার হওয়ার যোগ্যতা ও ভোটার তালিকা			√
খ.১৩ ও ১৪: পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ	√		
খ.১৯: উন্নয়ন পরিকল্পনা			√
খ.২৪ ও ২৫: জেলা পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলার সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান			√
খ.২৬: ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান			√
খ.২৭: ভূমি উন্নয়ন কর আদায়			√
খ.২৮, ২৯ ও ৩২: পরিষদের বিশেষ অধিকার			√
খ.৩৪: পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ ও উহাদের হস্তান্তর		√	
গ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ			
গ.১: আঞ্চলিক পরিষদ গঠন	√		
গ.৯(ক): পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন			√
গ.৯(খ): পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়			√
গ.৯(গ): সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন			√
গ.৯(ঘ): দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিও কার্যক্রম সমন্বয় সাধন			√
গ.৯(ঙ): উপজাতীয় আইন এবং সামাজিক বিচারের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান			√
গ.৯(চ): ভারী শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান			√
গ.১০: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপর সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান			√
গ.১১: ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য আইনের অসঙ্গতি দূরীকরণ			√
গ.১৩: আইন প্রণয়নে আঞ্চলিক পরিষদের প্রাধিকার			√
ঘ ঃ পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী			
ঘ.১: উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন		√	
ঘ.১ ও ২: আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন			√*
ঘ.৩: ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান সংক্রান্ত			√
ঘ.৪, ৫ ও ৬: ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি			√*
ঘ.৮: রাবার চাষ ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত জমির ইজারা বাতিলকরণ			√
ঘ.৯: উন্নয়ন লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ ও পর্যটন সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান		√	

ঘ.১০: কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান		√	
ঘ.১১: উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা			√
ঘ.১৩: জনসংহতি সমিতি সদস্যদের অস্ত্র জমাদান	√		
ঘ.১৪ ও ১৬(খ): সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার		√	
ঘ.১৬(ঘ)(ঙ)(চ): জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকরিতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন		√	
ঘ.১৭: সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার ও পরিত্যক্ত জায়গা-জমি হস্তান্তর			√*
ঘ.১৮: সকল প্রকার চাকরিতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ		√	
ঘ.১৯: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	√		
মূল বিষয়: ৩৭টি	**৪টি**	**৯টি**	**২৪টি**

* এসব মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে মূল কাজে হাত দেয়া সম্ভব হয়নি। যেমন-

"ক.২: বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন":

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পুলিশ এ্যাক্ট, বাংলাদেশ পুলিশ রেগুলেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ইত্যাদিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অর্ধ-শতাধিক আইন, প্রবিধান বা বিধিমালা সংশোধন করা হয়নি। ফলে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার লক্ষ্যে গঠিত বা বহাল রাখা পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থাৎ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানসমূহ (সার্কেল চীফ, মৌজা হেডম্যান ও কার্বারী) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধি অনুযায়ী যথাযথভাবে কার্যকর হতে পারে নি। পরিণতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীগণ তাদের রাজনৈতিক, অর্থনেতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ হতে অদ্যাবধি বঞ্চিত রয়েছেন।

"ঘ.৪, ৫ ও ৬: ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি":

ভূমি কমিশন গঠিত হয়েছে ও ভূমি কমিশন আইন প্রণীত ও সশোধিত হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির মূল কাজটি এখনো শুরু হয়নি। সার্বিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার সমাধানে কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। অপরপক্ষে, সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সমতলবাসী অ-পাহাড়ীদের প্রবেশ, বসতি স্থাপন ও ভূমি বেদখল বিশেষ করে বিগত ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ হতে জোরদার হয়েছে। ফলে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ী বা জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল বৈশিষ্ট্য চূড়ান্তভাবে বিপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

"ঘ.১৭: সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার ও পরিত্যক্ত জায়গা-জমি হস্তান্তর":

চুক্তির এ বিধানে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার এবং কেবল প্রয়োজনক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অনুরোধক্রমে সেনাবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের অধীনে নিয়োগের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

৬৬টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু আরো অনেক ক্যাম্প পুনরায় স্থাপন করা হয়েছে। অপরপক্ষে চুক্তির এ বিধান অনুযায়ী নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে সংঘাতকালীন সময়ে সেনাবাহিনীকে নিয়োগের জন্য জারিকৃত আদেশ 'অপারেশন দাবানল' তুলে নেওয়া অপরিহার্য ছিল। সরকার ২০০১ সালে 'অপারেশন দাবানল' এর স্থলে 'অপারেশন উত্তরণ' আদেশ জারি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সেনাবাহিনী নিয়োগের বিধান বহাল রাখে এবং সেনাবাহিনীর উপর আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহায়তার দায়িত্ব অর্পণ করে। এ সুবাদে সেনাবাহিনী চুক্তি-পূর্ব অবস্থার মতো পার্বত্যাঞ্চলে সর্বক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করে চলেছে। ফলে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের বিশেষ করে জুম্মদের জীবন ও ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া অব্যাহত রয়েছে।

তৃতীয় অংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন।

ক) সাধারণ

১। উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে।

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য ঃ আহ্বায়ক
(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান ঃ সদস্য
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ঃ সদস্য

৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করিবার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন ঃ

১। পরিষদের বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদপরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এইসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ - মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫)-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে- "কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় হিসাবে কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যপদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার" - এর পরিবর্তে "হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন- অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাঁহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০।২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১।২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কে-লর চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সর্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলি ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।
খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ)তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে, এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ" -- এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। ক) প্রথম তফসিল বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;
খ) পুলিশ (স্থানীয়);
গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;
ঘ) যুব কল্যাণ;
ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
চ) স্থানীয় পর্যটন;
ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;
জ) স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;
ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;
ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;
ট) মহাজনী কারবার;
ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি;
খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;
গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;
ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;
ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;
চ) সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;
ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়েলটির অংশবিশেষ;
জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;
ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টা সমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়েলটির অংশবিশেষ;
ঞ) ব্যবসার উপর কর;
ট) লটারীর উপর কর;
ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশো-ধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

চেয়ারম্যান	১ জন
সদস্য উপজাতীয়	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয়	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	১ জন

উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরুং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতীয় সদস্যদের মধ্য হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।
উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূণ্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূণ্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

ঘ) আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।

চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নুতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;
খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;
গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;
ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;
চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;
ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ মার্চ '৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিরি পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;
খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);
গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;
ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার
ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬। ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্টপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্ত্বধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদা-নের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরিতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে

নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী;
২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ;
৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি;
৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি;
৮) সাংসদ, বান্দরবান;
৯) চাকমা রাজা;
১০) বোমাং রাজা;
১১) মং রাজা;
১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অউপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় **১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪** সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর **১৯৯৭** ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্)
আহ্বায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে

(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী;
২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ;
৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি;
৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি;
৮) সাংসদ, বান্দরবান;
৯) চাকমা রাজা;
১০) বোমাং রাজা;
১১) মং রাজা;
১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অউপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্)
আহ্বায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে

(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

Parbatya Chattagram Chukti Bastabayan Prasange \ 2 December 2017
published by Information and Publicity Department of Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) on 2 December 2017 from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.
Telefax: +880-351-61248, E-mail: pcjss.org@gmail.com,
Web: www.pcjss-cht.org